CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 May, 2021 ■ আগরতলা, ২৬ মে, ২০২১ ইং ■ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংক্রমণের হার ক্রমশ ঊর্ধমুখী, লাগাম টানতে

সারা রাজ্যে করোনা কারফিউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। করোনা-র সংক্রমণ ত্রিপুরায় ক্রমশ ঊর্ধগামী। ফলে, করোনা-কারফিউ আরও কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এ-বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, পুর নিগম এলাকায় সম্পূর্ণ করোনা-কারফিউ আরও কঠোরতার সাথে সমস্ত নগর সংস্থা এলাকা সহ ৫ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, নগর সংস্থা এলাকা ছাড়া সারা ত্রিপুরায় আগামী ২৭ মে ভোর ৫টা থেকে ৫ জুন পর্যন্ত সম্পূর্ণ করোনা-কারফিউ বলবৎ থাকবে। তবে, করোনা-কারফিউয়ের কারণে গরিব মানুষের আর্থিক সহায়তায় ত্রিপুরা সরকার ৭ লক্ষ পরিবারকে ১০০০ টাকা করে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্কে খাতায় পাঠিয়ে দেবে, বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, পুর নিগম এলাকায় করোনা-র সংক্রমণ ক্রমশ ঊর্ধগামী। এমন-কি অন্যান্য স্থানেও নির্দিষ্ট ব্লক এলাকায় করোনা-র প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এক্ষেত্রে পশ্চিম এবং খোয়াই জেলায় সংক্রমণ বৃদ্ধির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পুর নিগম এলাকায় করোনা সংক্রমণের এক তথ্য তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, গত ৭ দিনে ত্রিপুরায় গড় সংক্রমণের হার ২১.৩৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে গত ১৬ মে সংক্রমণের হার যেখানে ছিল ১৭.২২ শতাংশ, ২৪ মে তা বেড়ে হয়েছে ২২.৮২ শতাংশ।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, গত ৭ দিনে জেলাভিত্তিক গড় সংক্রমণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১২.৩২ শতাংশ, গোমতি জেলায় ৬.৫৬ শতাংশ, ধলাই জেলায় ৫.০১ শতাংশ, খোয়াই জেলায় ১১.০৬ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় ৫.৩৫ শতাংশ, দক্ষিণ জেলায় ৪.৩৩ শতাংশ, উনকোটি জেলায় ৫.১৭ শতাংশ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় হার ৪.০৫ শতাংশ। ফলে, জনগণের স্বার্থে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

মন্ত্রী নাথ বলেন, জন-নিরাপত্তায় ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুর নিগম এলাকায় সম্পূর্ণ করোনা-কারফিউ এখন ৫ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে। সাথে সমস্ত নগর সংস্থা এলাকায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে সমস্ত মুদি দোকান, মাছ-সবজি বাজার সকাল ৬-টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। জরুরি পরিষেবা ছাড়া সমস্ত কিছু কাল থেকে বন্ধ থাকবে। আদেশ অমান্য হলে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। তিনি জানান, আন্তঃরাজ্য যাতায়াত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। এক্ষেত্রে সরকারি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত যানবাহন ছাড়া সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সরকারি কার্যালয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবার সাথে যুক্ত অফিস খোলা থাকবে, বাকি সমস্ত সরকারি কার্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিকে, নগর সংস্থা ব্যতীত সারা ত্রিপুরায় আগামী ২৭ মে সকাল থেকে সম্পূর্ণ করোনা-কারফিউ বলবৎ হবে। ৫ জুন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। এক্ষেত্রে পুর নিগম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধিতে বাড়ল আক্রান্তের সংখ্যা, স্বস্তি সুস্থতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। ত্রিপুরায় নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা ফের বৃদ্ধি হওয়ায় অধিক আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ১০,২৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৭৭৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৭.৫৩ শতাংশ। এদিকে, ফের তিনজনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনায় আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৬৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। এক্ষেত্রে দৈনিক আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ৩৭১ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। ফলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৭,৩৩৪ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআর ১২২৫ এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯০৪২ জনকে নিয়ে মোট ১০, ২৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৮৮ জন এবং র্যা২পিড অ্যান্টিজেনে ৬৮৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭৭৩ জন নতুন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরাতন আগরতলা ব্লকের দুটি পাড়াকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে জিরানীয়া মহকুমার পুরাতন আগরতলা ব্লকের পূর্ব চাম্পামুড়া গ্রাম প'য়েতের ঈশ্বর চন্দ্র পল্লী এবং কালীটিলা পাড়াকে ২৭ মে থেকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। বাফার জোন করা হয়েছে কনটেইনমেন্ট জোনের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার আজ এক আদেশে এই ঘোষণা দিয়েছেন। এই আদেশ ২৭ মে সকাল ৫টা থেকে ৬ জন সকাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রপাতে ঝলসে গেছে বিদ্যুৎকর্মীর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বজ্রপাতে ঝলসে গিয়েছেন এক যুবক। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ দফতরের অস্থায়ী কর্মী মহামণি দেববর্মা (২১) বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়েছেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের কাঁকড়াছড়া এলাকার বাসিন্দা মহামণি দেববর্মা আজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে সংক্রমণ ঊর্ধমুখী

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৃতের হার বেড়েছে, উদ্বিগ্ন ডোনার মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে।। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে করোনা-র সংক্রমণ ঊর্ধমুখী। এছাড়া গত বছরের তুলনায় এবছর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-য় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি-তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ডোনার মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং। আজ তিনি আট রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব-দের সাথে এ-বিষয়ে বৈঠক করেছেন।

উত্তর — পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ, পেনশন, আনবিক শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং সম্প্রতি উত্তর — পূর্বাঞ্চলে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য একটি জরুরী বৈঠকে অংশ নেন।

আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচলপ্রদেশ, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড উত্তর — পূর্বাঞ্চলের এই ৮টি রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব, উত্তর — পূর্বাঞ্চলীয় মন্ত্রকের সচিব, উত্তর — পূর্বাঞ্চল পরিষদের সচিব এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উত্তর — পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব এই বৈঠকে অংশ নেন।

কয়েকটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, উত্তর — পূর্বাঞ্চল কোভিড সংক্রমণে "হটস্পট" হতে চলেছে। ড় সিং বলেছেন, আগের বারের মহামারির সময় দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় উত্তর --- পূর্বাঞ্চলে কোভিড সংক্রমণ খুবই কম ছিল। তখন লকডাউনের সময় সিকিমে কেউ করোনায় সংক্রমিত হন নি। কিন্তু এবছর গত দু'সপ্তাহে উত্তর --- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে করোনা সংক্রমণের হার ঊর্ধমুখী। তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলের ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে এবং রাজ্যগুলি যখনই কোনো ধরণের সহযোগিতা চাইছে, তৎক্ষণাৎ তাদের সাহায্য করা হচ্ছে। উত্তর --- পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে করোনা সংক্রমণের ঊর্ধমুখী হারকে নিয়ন্ত্রণ করে নিম্নমুখী করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ড় সিং বলেছেন, আজ সকালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ে সংক্রমণ ঊর্ধমুখী। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচলপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় বাকি অংশের তুলনায় সংক্রমণের হার বেশি।

মন্ত্রী, পরিস্থিতির মোকাবিলায় কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষার হার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও সংক্রমিতদের সংস্পর্শে যারা আসবেন, তাদের দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে, কোভিড আচরণ বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন গড়ে তুলতে হবে।

ড় সিং জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহগুলিতে উত্তর — পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র, পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকা পাঠাবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেছেন, উত্তর — পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে কোভিড এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে। এই ধরণের প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পৌঁছালে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। রাজ্যগুলির পাঠানো প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে দোসরা জুন মন্ত্রক একটি বৈঠক ডেকেছে। কিন্তু এপর্যন্ত চারটি রাজ্য এসংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দিয়েছে। মন্ত্রী, বাকি রাজ্যগুলিকে দ্রুত প্রস্তাব জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মহামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য যা যা প্রয়োজন --- হাসপাতাল, অক্সিজেন প্ল্যান্ট, ভ্রাম্যমান নমুনা পরীক্ষাগার সহ বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের প্রস্তাব আসলে সেগুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ড় সিং আরো বলেছেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণাচল নিয়ে আপত্তিজনক ভিডিও, লুধিয়ানার পুলিশ হেফাজতে পাঞ্জাবের ইউটিউবার পারস সিং

ইটানগর, ২৫ মে (হি.স.) ।। ভারতে অরুণাচলের অস্তিত্ব নেই, পাঞ্জাবের বাসিন্দা ইউটিউবার পারস সিঙের বিতর্কিত এক ভিডিওকে ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ইউটিউবার পারস সিং পাঞ্জাবের লুধিয়ানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আজ মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় এ-খবর জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ কিরেন রিজিজু। ইতিমধ্যে অরুণাচল পুলিশের একটি টিম পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, পাঞ্জাবের বাসিন্দা ইউটিউবার পারস সিং অরুণাচল প্রদেশের বিধায়ক সম্পর্কে আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশ করেছে। তাঁর বিতর্কিত মন্তব্য-ভরা ভিডিও অরুণাচল এবং রাজ্যের বিধায়কের সম্মানহানি করেছে। ওই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আদি বানে কেবাগ-এর যুব সংগঠন থানায় মামলা করেছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, পাঞ্জাব পুলিশ পারস সিংকে হেফাজতে নিয়েছে। অরুণাচল পুলিশের টিম ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে তার ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুরির জন্য লুধিয়ানার পুলিশ কমিশনারের সাথে কথা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক টুইট বার্তায় রিজিজু দাবি করেছিলেন, ওই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

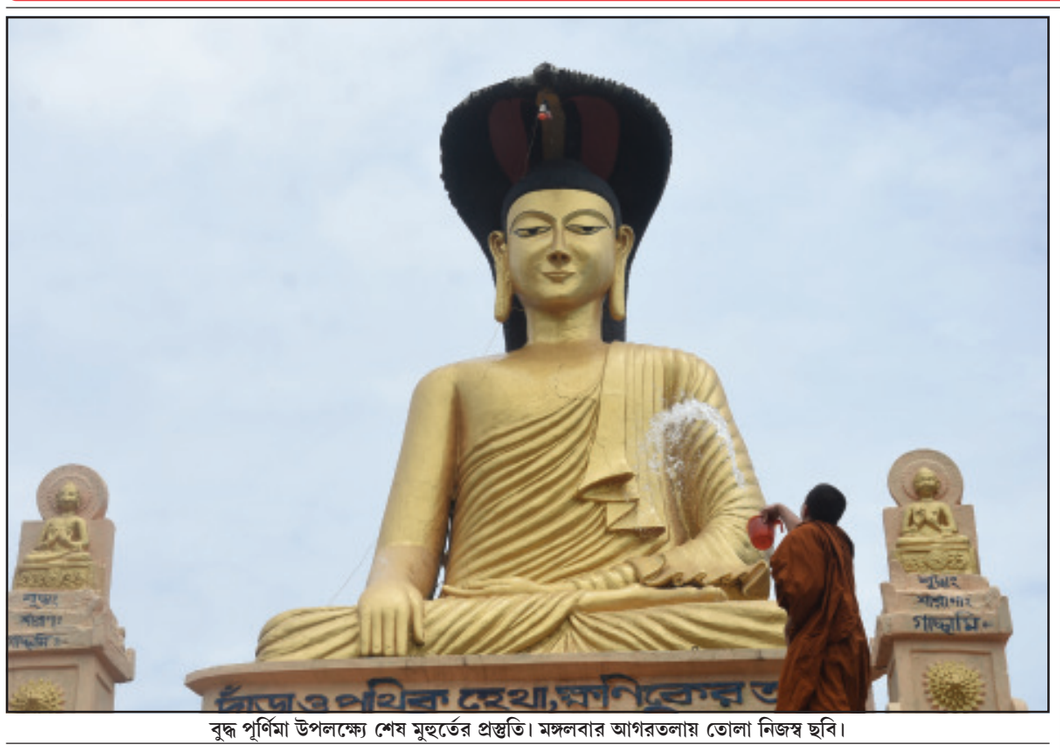

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বুধবার বুদ্ধ পূর্ণিমা। করোনা পরিস্থিতিতে এবছর বৌদ্ধ মন্দিরে জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। নিয়ম রক্ষার জন্য বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে বেনুবন বিহার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হবে। জানাবেন বৌদ্ধ ভিক্ষুভান্তে অক্ষয় আনন্দ।প্রতিবছরই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আগরতলার বেনুবন বিহার রাজ্যের প্রতিটি বুদ্ধ মন্দির নতুন সাজে সেজে ওঠে। গতবছরও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত কারণে তেমন কোনো পূজা-অর্চনার আয়োজন করা হয়নি। এ বছরও তথৈবচ। এ বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রস্তুতি সম্পর্কে আগরতলায় বেনুবন বিহারে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে এবছর সরকারি বিধি মেনেই সংক্ষিপ্তভাবে বুদ্ধ পূর্ণিমায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে আগুনে পুড়ল দোকান-বাড়ি ও মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। সোমবার কারফিউর গভীররাতে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জগতপুর এলাকায় নাশকতার আগুনে পুড়লো একটি বসতবাড়ি, দুটি দোকান ও দেবমন্দির। অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রহস্যজনক আগুনে পুড়লো দেব মন্দির, দোকান ও দুটি বসত ঘর।ঘটনা রাজধানীর জগৎপুর এলাকায়। সোমবার গভীররাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এলাকার মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আওয়াজ শুনে জেগে উঠুন এলাকার মানুষজন। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মানুষজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান। জানা যায় জগতপুর এলাকার কিশোর দেববর্মার বাড়িতে গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান ওই সময় কিশোর দেববর্মা ও তার ছেলে রাকেশ দেববর্মা বাড়িতে ছিলেন না।তাদের বাড়ির সামনে দোকান। দোকান লাগোয়া তাদের দু"টো বসতঘর ও মন্দির। সব পুড়ে গেছে। দোকানের জিনিসপত্র কিছুই রক্ষা করা যায়নি। ঘরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আরও ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয়ে সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে আরও ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান কিনবে। ১৮ টাকা ৬৮ পয়সা প্রতি কেজি দরে ওই ধান ক্রয়ের ফলে কৃষকদের ঘরে ঢুকবে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। তাতে ত্রিপুরা সরকারের ব্যয় হবে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকারের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ত্রিপুরার ইতিহাসে নজিরবিহীন।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পূর্বে কোনও সরকার কৃষকদের স্বার্থে সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়নি। কৃষকের আয় বৃদ্ধির বিষয়ে কেউ ভাবেনি। কিন্তু বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে কৃষকদের থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। তাতে কৃষকরা দারুণ উপকৃত হচ্ছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার গত তিন বছরে ৬০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করেছে। এতে কৃষকদের হাতে পৌঁছেছে ১০৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রথমে ১০,৪০৫ মেট্রিকটন, পরে ১৬,৮৬৬ মেট্রিকটন ক্রয় করা হয়েছে। তেমনি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রথমে ১২,৮৯১ মেট্রিক টন, পরে ১৮,৫৫৩ মেট্রিকটন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১১,২৬৪ মেট্রিকটন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য পরিষেবায় বেসরকারীকরণ

অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। বেসরকারি হোটেলে কোভিড কেয়ার সেন্টার চালু করতে ত্রিপুরা সরকারের সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারীকরণের অভিযোগ এনেছে সিপিএম। এক প্রেস বিবৃতিতে সিপিএম বলেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ২৪ মে একটি আদেশ জারি করে আগরতলার একটি মেডিক্যাল ক্লিনিককে হোটেল ভাড়া নিয়ে পেইড কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলার অনুমোদন দিয়েছেন। জেলাশাসকের আদেশটিতে প্রতিদিন হোটেলের শয্যা ভাড়া কত হবে তার উল্লেখ রয়েছে। রোগীর খাওয়া খরচ এবং যাবতীয় চিকিৎসা পরিষেবার চার্জ আলাদাভাবে যুক্ত করা হবে।

সিপিএমের দাবি, জেলাশাসকের আদেশ তথা রাজ্য সরকারের এ-সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত থেকে এটা পরিষ্কার, রাজ্যের বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা, রোগ নির্ণয় ইত্যাদি বেসরকারীকরণের পথে হাঁটছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকেই যে অভিযোগ উঠে এসেছে ভারতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার দায়িত্ব থেকে সরকার ক্রমাগত সরে আসছে। সিপিএমের অভিযোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবসার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে ছেড়ে দিচ্ছে। উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করার পর গত তিন দশকে জনস্বাস্থ্য খাতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ কমছে। ফলে অন্যান্য জটিল রোগের সাথে ভাইরাসজনিত রোগে সংক্রমণ বাড়ছে।

সিপিএম সুর চড়িয়ে বলেছে, সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারিত না হওয়ায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সংক্রমিতদের চিকিৎসায় জীবনদায়ী ওষুধ অমিল, চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রচণ্ড ঘাটতি। নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়ে রোগ নির্ণয় এবং গণ-টিকাকরণের দাবি মোদী সরকার এড়িয়ে যাচ্ছে। দলের বক্তব্য, এখনও সরকারি সংস্থাগুলোকে করোনা প্রতিষেধক টিকা উৎপাদনের কোনও লাইসেন্স বা অনুমোদন দেওয়া হয়নি। অথচ অতীতে তো বটেই, সাম্প্রতিক কালেও ভারতের সরকারি সংস্থাগুলো পালস পোলিও টিকাকরণ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। দেশবাসীর জীবনের বিনিময়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২২২ ◻ ২৬ মে ২০২১ ইং ◻ ১১ জৈষ্ঠ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভ্যাকসিনের যোগান

ভ্যাকসিনের যোগান নিশ্চিত করা জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। গোটা দেশে সকল অংশের মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিন পৌঁছাইয়া দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। জনগণকেও এই বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরী। শুধুমাত্রর সরকারি প্রচেষ্টাতেই টিকাকরণ সর্বাঙ্গীন সফল করা সম্ভব হইবে না। বর্তমানে অতিমারির দ্বিতীয় প্রবাহের যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার গতি রোধে টিকাকরণ কর্মসূচিটিকে জোরদার করিবার কথা বিশেষজ্ঞরাও বলিয়াছেন। টিকাকরণের হার বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা ভিন্ন এই কালান্তক ব্যাধির সঙ্গে লড়াইয়ে সাফল্য মিলিবে না। প্রধানমন্ত্রী শব্দ লইয়া খেলিতে ভালবাসেন। তাই টিকা প্রদান এবং গ্রহণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে লইয়া যাইবার বিষয়টি তাঁহার ভাষায় 'উৎসব'। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু উৎসবের উপকরণ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে তো? রাজ্যের মানুষ সম্প্রতি টিকাসঙ্কটের অভিযোগ তুলিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে চাহিয়াও টিকা মিলিতেছে না। টিকাকরণ শুরুর চার মাস পরেও জনসংখ্যার নিরিখে টিকাকরণের হার যথেষ্ট বাড়িল না। টিকা বিতরণ ও মজুতের ক্ষেত্রেও বিস্তর ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। বিভিন্ন রাজ্য যখন দ্বিতীয় প্রবাহে ধরাশায়ী, তখনই তাহাদের হাতে পর্যাপ্ত টিকা নাই। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, এই পর্যায়ে আক্রান্তদের এক বৃহৎ অংশের বয়স ২৫ হইতে ৪০-এর মধ্যে। টিকাকরণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিবার ক্ষেত্রে প্রথম অভিযুক্ত যদি কেন্দ্রীয় সরকার হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অবশ্যই এক বৃহৎ সংখ্যক অ-সচেতন নাগরিক। বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তাঁহারা অমিত বিক্রমে করোনাবিধিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন এবং যথেষ্ট সংখ্যায় টিকা লইতেছেন না। টিকা লইবার ক্ষেত্রে নাগরিক অনীহার বিষয়টি গোড়া হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম দিকে প্রচুর টিকা নষ্ট হইবার কারণও ইহাই। অথচ, পোলিয়োর ন্যায় একাধিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সরকারি প্রচেষ্টা এবং নাগরিক সদিচ্ছা একত্রে মিলিলে তবেই সেই রোগ নির্মূল সম্ভব। টিকা শুধুমাত্র ব্যক্তিকল্যাণ নহে, সামগ্রিক ভাবে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে নিশ্চিত করিয়া থাকে। সুতরাং, ফাঁকিবাজির জায়গা নাই। সরকার যেমন কাহাকে, কখন, কী ভাবে টিকা দেওয়া হইবে তাহা দেখিবে; নাগরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজ লইলেন কি না নজরদারি করিবে, টিকার জোগান অব্যাহত রাখিবে; তেমনই নাগরিকও সেই কর্মকাণ্ডে যোগদান করিয়া নিজ কর্তব্য পালন করিবেন ইহাই কাম্য। অন্যথায়, অতিমারি জিতিবে। মানব সভ্যতা বিপজ্জনক পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। স্বাভাবিক কারণেই সময় থাকিতে এই বিষয়ে সময় উপযোগী চিন্তাভাবনা করিতে হইবে। অন্যথায় যাবতীয় কর্মযজ্ঞ বিফলে যাইবে। মানব সভ্যতাকে অকাল ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধের বিশ্ব এই পরীক্ষার সময়ে ধৈর্য ও শান্তির আলো প্রদর্শন করেছেন

প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল

সকল দেশবাসীকে বুদ্ধ পূর্ণিমার হার্দিক শুভেচ্ছা....!!

যখনই গৌগতম বুদ্ধের নাম আমার মনে আসে, তখনই আমার মনে পড়ে যায় এক চিত্তাকর্ষক কাহিনি। গল্পটা এই রকম — একদিন বুদ্ধদেব তাঁর শিস্যদের সঙ্গেঁ কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় হঠাতই একটি ক্রুদ্ধ লোক এসে তাঁর বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলতে লাগল। লোকটি বেশ কিছুক্ষণ এসব চালিয়ে যেতে শুরু করল। বুদ্ধে সমস্ত শিস্যরা লোকটির উপর রাগান্বিত হয়ে উঠল। কিছু সময় পর লোকটি চিতার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং বুদ্ধের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমি সেই কখন থেকে খারাপ ব্যবহার করছি, কিন্তু আপনি একটুও প্রতিক্রিয়া করলেন না"। বুদ্ধ তাঁর শান্ত ন্ট্রে প্রত্যত্তুর দিলেন, "তোমার যদি কিছু দেবার থাকে তা তুমি আমাকে দিতে চেয়েছো, কিন্তু আমি এটা নিতে চাইনি, এটা কার কাছে রইল?" "এটা আমার কাছেই থাকল, " লোকটি উত্তরে বলল। তারপর বুদ্ধ বললেন, "দেখো, একইভাবে তুমি আমার বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলছিল, কিন্তু আমি তাতে সাড়া দিইনি। এখন তোমার কথাগুলি কোথায়?" লোকটি প্রত্যুত্তরে বলল, "ওগুলো আমার সঙ্গেই রইল"। বুদ্ধের প্রজ্ঞায় অনুপ্রাণিত হয়ে লোকটি বুদ্ধদেবের চরণ তুলে লুটিয়ে পড়ল। যুবকটি বুঝতে পারল, লোকটি করজোরে ধীরে ধীরে বুদ্ধের প্রতি অবনত হল। স্পষ্টতই, লোকটি সেদিন একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছিল। এটাই ছিল বুদ্ধের শক্তি। এটা ছিল তাঁর প্রজ্ঞার নির্যাস: ক্ষমা! শুদ্ধতা! ত্যাগ! আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে এই সব গুণাবলী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আজ বুদ্ধ পূর্নিমা। তাঁর বানী ও শিক্ষাকে স্মরণ করার এটাই মোক্ষম সময়। মোদী সরকার এই দিনটিকে 'বৈশোক: ২৫৬৫-তম আন্তর্জাতিক বুদ্ধ পূর্নিমা দিবস" হিসেবে পালন করছে। আমি মনে করি, এই কঠিন সময়ে বুদ্ধ তাঁর প্রেণদায়ক জীবন ও শিক্ষা নিয়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। তাঁর আদর্শময় জীবন, তাঁর দর্শন এই মহামারি ও কঠিন সময়ের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের পথ দেখাতে পারবে। এটা আমাদের সমস্যা থেকে সাহসের সঙ্গেঁ উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। চলমান করোনা অতিমারি আমাদের মহান সংস্কৃতির বহুবিধ মৌল শর্তগুলির দিকে আমাদের ফিরে যেতে চালিত করে চলেছে।

এটা সম্মুখে উপনীত হয়েছে, শত শত বছর ধরে আমরা যে নৈতিক ও আদর্শ জীবনের কথা বলছি তার নীতি ও মূল্যবোধ যা আমরা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি সেগুলি হল সময়ের উর্দ্ধে। দুর্যোগে এগুলির প্রাসঙ্গিঁকতা প্রতিষ্ঠিতা এবং বার বার করে এগুলি ভবিষ্যতেও যথারীতি চলতে থাকবে। মানবতার মূল্যবোধের প্রতি গৌতম বুদ্ধের অবদান যা আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করেছি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেগুলি অমূল্য ও অপরিমেয়। আমরা প্রাণী ও পক্ষী কূলের প্রতি, যারা যাতনা ও দুর্ভোগে কাতর, যারা অসহায় তাদের প্রতি করুণার দ্বারা চালিত এবং সকলের জন্যই রয়েছে সহমর্মিতা। আমরা এগুলির প্রতি দায়বদ্ধ এবং তারও চেয়ে বেশি ঋণী গৌতম বুদ্ধের অমুল্য শিক্ষার প্রতি। 'সকল দু:খে মূলে নিহিত রয়েছে তৃষ্ণা'- এই সরল বাক্যটির মাধ্যমে বুদ্ধ আমাদের জীবনের গভীর যন্ত্রনাকে ধারণ করেছেন, মানবের যন্ত্রনার গভরিতম কারণকে উন্মোচিত করেছেন। আমরা যদি জীবনের সমগ্র যন্ত্রনা ও দু:খের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব সব কিছু মুলে একটাই কারণ- 'তৃষ্ণা অথবা লোভ'। শৈশব থেকেই গৌতম বুদ্ধ এই সব প্রশ্নের ব্যাখ্যার সন্ধানে নিমজ্জিত ছিলেন, এমনকী সন্ত ও দ্রষ্টারাও এর উত্তর খুজেঁ পাননি। তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার ছিলেন যে জীবনের প্রকৃত আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে। ত্যাগ আমাদের সুখের যাত্রাপথে নিয়ে যায়। তিনি যখন দেখতে পেলেন যন্ত্রণা তাকেঁ ঘিরে রেখেছে, তিনি তখন রাজসিক জীবন ত্যাগ করলেন এবং যাত্রা করলেন সত্যের সন্ধানে। পরিবার ও রাজকীয় ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করা সহজ কথা নয়। কিন্তু তিনি ওটাই করেছিলেন এবং তা করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি অক্লান্ত রইলেন তাঁর সত্যের সন্ধানে। গৌতম বুদ্ধ এই বাণী দিলেন, 'আত্মদীপ ভব', 'নিজেই নিজের মধ্যে আলো হয়ে জ্বলে ওঠো' অথবা নিজেকে জয় করাই মশত্তর বিজয়।এই যে প্রজ্ঞার মুক্তা, এটাই পারে কেউ যদি চরম দুর্যোগের মধ্যেও থাকে তথাপি সেই ব্যক্তির মধ্যে শান্তি এনে দিতে। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্টা বুদ্ধদেব, তিনি জন্মেছিলেন বৈশাখ পূর্নিমায়, তাই এটা বৌদ্ধ পূর্নিমা রূপেও পরিচিত। এটা শুধু আমাদের দেশেই উদযাপিত হয় না, এই উতব পালিত হয জাপান, কোরিয়া, চিন, নেপাল, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমা, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের বহু দেশে। সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষণ বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর ও সাচিঁর মতো আমাদের দেশের বৌদ্ধ তীর্থস্থাপনগুলি সংরক্ষণের জন্য অভূতপূর্ব ও আসামান্য কাজ করেছে। এইসব স্থান সারা বিশ্বের বৌদ্ধ অনুরাগীদের আকৃষ্ট করে। বুদ্ধের শিক্ষা ছাড়াও, যে কোনো কেউ এই সব সৌধের স্থাপত্যগত সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এক কথায়, আমরা যদি আমাদের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা ও প্রজ্ঞাকে আত্মস্থ করতে পারি, তাহলে আমরা একটি মহান দেশ ও মহৎ বিশ্বকেই স্থাপনার কাজে অবদান রাখব না, উপরন্ত আমরা এক উন্নত মানের মূল্যবোধ সহ এক মহৎ মানব জাতিকে সৃষ্টি করতে সহায়তা করব। পুনরায় বলছি, আপনাদের সবাইকে বুদ্ধ পূর্নিমার অভিনন্দন....!

(লেখক শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল ভারত সরকারের সংস্কৃতি পর্যটন মন্ত্রী)

বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন

সুখেন্দু হীরা

বাংলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সর্বাষিক পুজিত দেবতা হলেন ধর্মরাজ তথা ধর্ম ঠাকুর। শুধু তাই নয়, ধর্মরাজ সবচেয়ে বেশি আলোচিত। ধর্ম ঠাকুরকে নিয়ে বহু মনীষী ও লোকসংস্কৃতি গবেষক আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ে, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিনয় ঘোষ, পঞ্চানন মণ্ডল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু মিত্র। অন্য লৌকিক দেবতাদের নিয়ে এতো আলোচনা হয়নি। এর কারণ বোধ হয় ধর্ম ঠাকুরের উৎপত্তির রহস্য এবং ধর্ম পূজা বা গাজনের বৈচিত্রপূর্ণ লোকাচার। ধর্ম ঠাকুরের পুজো বা গাজন পালনের নিয়ম নীতি পাড়ায় পাড়ায় বদলে যায়।তবে পূজা পাঠের ক্ষেত্রে ধর্মঠাকুরের পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি 'সংজাত পদ্ধতি' প্রায় সব জায়গাতেই মানা করা হয়। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, অস্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' থেকে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপতি। অস্বাভাবিক নয়। ধর্ম ঠাকুর কোথাও গৃহদেবতা নন। আদিম যুগীয় কৌমগত পুজাচার জাতিভেদ নেই। বোঝা যায়। একান্তভাবে অনার্য দেবতা। তবে ধর্মঠকুরের পূজায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান সব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর মিশ্রণ আছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে ধর্মরাজের পরিচয়টি সমাচ্ছন্ন। মূল উৎস খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে এই দেবতা নিরাকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কূর্ম মূর্তি। আকারহীন শিলা আবার বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নতা। আবার কৃচ্ছসাধক দেবতা হিসাবে শিবের সঙ্গে সাদৃশ্য। অনেকের ধারণা ধর্মের গাজন পরবর্তীকালে শিবের গাজনে রূপান্তরিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত 'ধর্ম ঠাকুরের পূজা বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি। ' এ ধারণাও অমূলক নয়। অনেক ধর্মরাজের গাজন দেখা যায় বুদ্ধ পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হতে। এমনিতে রাঢ়বঙ্গে ধর্ম পূজার আধিক্য ও প্রাধান্য দেখে অনেকের অভিমত ধর্ম টাকুরের উৎপত্তিস্থল রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় ধর্মরাজ গাজনের সংখ্যা অন্য জেলার তুলনায় বেশি। এখানে বুদ্ধ পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত করেকটি ধর্মরাজ গাজনের কথা উল্লেখ করা হল।

১) পানুয়া গ্রামের যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম ঠাকুরের গাজন (লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত), থানা কোতলপুর ঃ পানুয়া গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম ঠুকুর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আমলের। এরকমই দাবি পানুয়া গ্রামবাসীদের। এখানে বুদ্ধ পুর্ণিমাতেগাজন হয়। তবে প্রতি বছর নয়। ১২-২০ বছর অন্তর। শেষবার হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হয়, শেষ হয় বুদ্ধ পূর্ণিমাতে। শেষবার ১০৫ জন সন্ন্যাসী হয়েছিল। তার মধ্যে মহিলা সন্ন্যাসী ছিলেন ৭ জন। ভক্তরা সারাদিন উপবাস করে রাতে ফল ও জল খায়। গাজনের দিনগুলিতে সাংজাত পাঠ হয়। সংজাত হচ্ছে ধর্ম টাকুরের পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি। এখানে কথা ভাষায় হয়তো সংজাত 'সাজাত' হয়েছে। ধর্ম ঠাকুরের কথা তিনভাগে বিভক্ত। সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপূরাণ ও ধর্মমঙ্গল। গাজানের রীতিনীতি অনুযায়ী গম্ভীরা গাছ ছেদন অর্থাৎ গামার গাছের ডাল কাটা, রাতগাজন ও দিনগাজন পালিত হয়। রাতগাজনের দিন শাল অর্থাৎ লৌহশলাকাবদ্ধি পাটাতন বের হয় স্নানের জন্য। ৪০০ মিটার দূরবর্তী ঠাকুরের নিজস্ব পুকুর থেকে গাজন ওঠে। এখানে শাল নিয়ে এসে স্নান করানো হয়, ঘাট পূজা করা হয়। তারপর শাল নিয়ে গ্রাম পরিভ্রমণ করে মন্দিরে যায়। এই সময় সন্ন্যাসীরা প্রণাম সেবা অর্থাৎ দণ্ডী কাটে। এদিন গভীর রাতে সন্ন্যাসীরা শ্মশান থেকে আনা পরিত্যক্ত শবদাহের কাষ্ঠে আগুন ধরায়। তার চতুর্দিক নাচানাচি করে। ভোরবেলায় আগুন নিভে অঙ্গারে পরিণত হলে তার ওপর দিয়ে সন্ন্যাসীরা হেঁটে যায়। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন হয় নিগাজন। এদিনও শাল বের হয় স্নানের জন্য। এদিন ছাগল বলিহয় ৪/৫ বছর আগে একটি পাঁঠা মানত করে ছেড়ে দেওয়া হয় পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে। এই পাঁঠাটিকে 'লুয়ে' বলে।গাজনের বছরে অক্ষয় তৃতীয়ার মধ্যে সে ফিরে আসে

মন্দিরে। এই ছাগলটি এদিন 'আলগা' বলি হয়। অর্থাৎ হাঁড়িকাঠে মাথা না গলিয়ে ছাগলটিতে ছাড়া অবস্থায় বলি দেওয়া হয়। তারপর হয় বাণ ফোঁড়া ৫/৬ জনের মতো সন্ন্যাসী বাণ ফেঁড়ে। এটা শেষ হতে হতে ভোর হয়ে যায়। পরদিন আঁশপান্না হয় সবার জন্য। সন্ন্যাসীসহ পানুয়া গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদের জন্য মৎস্যমুখের ব্যবস্থা থাকে। এই উপলক্ষে এখানে তখন ৪/৫ দিন মেলা থাকে। বাচ্চাদের খেলনাতিসহ গ্রামের লোকের হাতের তৈরি নানা নৈমিত্যিক ব্যবহার্য জিনিস বিক্রি হয় সেখানে।

যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুরের অনেক বছর বাদে বাদে গাজন হলেও প্রধান বাৎসরিক উৎসব হল রাসমেলা। রাসপূর্ণিমা তিথিতে বাবা যাত্রাসিদ্ধির রাস প্রতিষ্ঠা হয়। তার পরদিন থেকে শুরু হয় রাসমেলা। ঘূর্ণীয়মান রাসমঞ্চ প্রভু যাত্রাসিদ্ধ তাঁর কামিন্যাদের সঙ্গে উপবিষ্ট থাকেন। এটা মেলার প্রধান অঙ্গ। প্রত্যহ সন্ধ্যারতি হয়। মেলাতে পুতুলনাচের আসা বাধ্যতামূলক এছাড়া যাত্রা,নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মেলা চলে পাঁচদিন।

রাসমেলা ছাড়াও যাত্রাসিদ্ধি টাকুরের ঝুলনযাত্রা, দুর্গাপুজার নবমী পূজা, চাঁচরী (দোলযাত্রারআগের দিন বাবা যাত্রাসিদ্ধিকে চতুর্দোলায় নিয়ে সারা গ্রাম গোরে। সবাই বাবাকে এদিন আবির দেয়। তারপর সবাই দোল খেলে। বিপত্তারিণী পূজা, জন্মাষ্টমী, মাঘ মাসে সপ্তর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান, মকর সংক্রান্তিতে ঠাকুরের ভোগ রান্না এবং পরদিন তা বিতরণ এসব হয়ে থাকে। বাবার নামে যে বড় পুষ্করিণী আছে, তাতে প্রচুর মাছ। এমনিতে এই মাছ ধরা বারণ। শুধু মাত্র পররেরদিন মাছ ধরা হয় ভোগ রান্নার জন্য। যাত্রাসিদ্ধির বিগ্রহ অষ্টধাতুর। বিগ্রহ রথে আসীন ছিল। রথ ছিল পিতলের। একবার রথসহ ঠাকুর চুরি হয়ে যায়, কিছু দুরে মাঠের মধ্যে যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুরের বিগ্রহটি পাওয়া গেলেও রথটাকে আর পাওয়া যায়নি।

২) বাঁশীগ্রামের কৌতুকনারায়ণের গাজন হেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত) থানা জয়পুর ঃ দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে 'বাবা কৌতুককনারায়ণের মন্দির'। এখানেই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ধর্মরাজের গাজন। এখানে ধর্ম ঠাকুরের নাম কৌতুকনারায়ণ। এই গাজনটির আনুমানিক বয়স ১৫০ বছর। এখানে ভক্তা বা সন্ন্যাসীর সংখ্যা হয় প্রায় ১০০ জনের মতো। গাজনেরসূচনা হয় অক্ষয় তৃতীয়াতে। আর সমাপ্তি হয় বুদ্ধ পূর্ণিমাতে। বারো দিন ধরে চলে গাজনের নানা পর্ব। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস, বাবা এই দিনগুলিতে প্রতিটি পরিবারে বিচারণ করে অধিবাসীদের কল্যাণ করেন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে একজন ভক্ত কামান করে অর্থাৎ চুল, দাড়ি, নখ কেটে, স্নান করে, উদবি অর্থাৎ উপবীত নিয়ে পাট ভক্তা হিসাবে নিয়োজিত হন এবং বাবার দৈনন্দিন পূজার কাজগুলো শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য ভক্তরা আসে এবং যোগদান করে গাজনে। এরপর যেটা গুরুত্বপূর্ণ দিন সেটা হল 'আখড়া পূজা'। এদিন মন্দির থেকে শাল বা পাট অর্থাৎ লৌহশলাকাবিদ্ধ পাটাতন নিকটস্থ পুকুরে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। পায়রা বলি দেওয়া হয়। এর আগের দিন সমস্ত ভক্তারা কামান সেরে উদরি নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আখড়া পূজার আগেরদিন থেকে মন্দিরে শুরু হয় ধর্মরাজের গান। এটি চলে রাতগাজানের রাত পর্যন্ত। আখড়া পূজার পরদিন হয় গামির কাটা। এদিন গামার গাঠের ডাল কাটার পর কৌতুকনারায়ণের প্রতীক হিসাবে একটি মাটির ঘোড়া নিয়ে আশেপাশের গ্রাম সারারাত ঘুরে নদীতে যাওয়া হয়। সেখানে পূজা করা হয়। একে বলে নদী পূজা। তার পরদিন রাতগাজন। এদিন বিকালে পাট নিয়ে পুকুরে যাওয়া হয় স্নানের জন্য। এদিন ভোর রাতে ধর্মরাজের গান শেষ হয়ে যাওয়ার পরদু'জন সন্ন্যাসীকে মাটিতে দু-ফুট গভীর গর্ত করে রাখা হয়। একজন শুয়ে থাকেন কাপড় চাপা দিয়ে। একজন বসে থাকেন। বসে থাকা সন্ন্যাসী অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাকে বাকি সন্ন্যাসীরা ধরে মন্দিরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। পাঁচ/ছয় মিনিট পর ওই সন্ন্যাসীর জ্ঞান ফেরে এবং নিজে নিজে প্রদক্ষিণ করে। এটা দর্শনার্থীদের কাছে খুব আকর্ষণীয়। দিনগাজনের দিন অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ওই পুকুরে পার্ট পূজা করানো হয়। যাদের মানত থাকে তারা প্রমাণ খাটেন অর্থাৎ দণ্ডী দেন। এদিন ১৫০ টির মতো ছাগল বলি হয়। পরদিন আঁশপান্না। এদিন ভক্তা সন্ন্যাসী এবং কমিটির লোকের মাছভাত খ্যায়ার ব্যবস্থা থাকে। আঁশপান্নায় ছোলার সঙ্গে পাঁঠার মাংস মিশিয়ে 'চোনা' নামক প্রসাদ দেয়। এটা খেলে সর্বরোগ মুক্তি হয় এরকম বিশ্বাস। পরদিন একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। এই উপলক্ষে রাতগাজন ও দিনগাজনের দিন মেলা বসে।

৩) বেহাল গ্রামের কালু রায়ের গাজন (মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত), থানা ইন্দাস ঃ বেহার গ্রামের কালু রায়ের গাজন প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। কালু রায়ের মন্দিরটি বেশ পুরনো। এখানে কালু রায়ের কূর্মমূর্তি। প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হয় আর বুদ্ধ পূর্ণিমায় শেষ হয়। এতে ভক্তাসংখ্যা হয় ১৫/২০ নজ। গাজনের নিয়ম অনুযায়ী গামির গাছ কাটা (গামার চাঘের ডাল কাটা), রাতগাজন ও দিনগাজন হয়। স্নান করানোর জন্য শাল অর্থাৎ লোহার পেরেক ঠোকা পাঁটাতন মন্দির থেকে বার করা হয় দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করানো জন্য। সেখানে ঘাট পূজা করে মন্দিরে ফেরত আনা হয়। ভক্তরা প্রণাম সেবা অর্থাৎ দণ্ডী কেটে সঙ্গে সঙ্গে আসে। ঘাটে নয়ে যাওয়া আসার পথে এবং গ্রাম পরিভ্রমণে কালু রায় ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠাকুরের মাথায় ছাতা ধরা হয়। নদী থেকে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় ১ কিমি। একজন মূল সন্ন্যাসী থাকে। তিনি বাণ ফোঁড়েন। দিনগাজনের দিন ছাগল বলি হয়। দিনগাজনের পরিদিন আঁশপান্নায়কেবলমাত্র ভক্তদের মৎস্যমুখের ব্যবস্থা থাকে। এই উপলক্ষ্যে তিনদিনের মেলা বসে।

৪) পাবড়া গ্রামের ধর্মরাজের গাজন (পাবড়া গ্রাম পঞ্চায়েত), থানা থালতোড়া ঃ পাবড়া গ্রামে চার চারটি গাজন হয়। প্রায় একই সময়ে। বুড়ো রায়ের গাজন,আর দুটি চণ্ডীর গাজন। বুড়ো রায়ের গাজন করে ধীবররা, ধর্মরাজের গাজন করে হাজারারা (হাঁড়ি), একটি চণ্ডীর গাজন করে তাম্বুলিরা (চেল পদবী), অপর চণ্ডী গাজনটি করে বাউড়িয়া। বুড়ো রায় এবং ধর্মরাজের গাজন একই দিনে হয়। এদের মূল দিন বুদ্ধ পূর্ণিমা। চণ্ডীর গাজন দুটি ঠিক তার একদিন বাদে হয়। একই গ্রামে চারটি পৃথক মন্দির। গাজনের প্রথম দিন হয় 'বার'। এদিন ভক্তরা কামানা করে অর্থাৎ চুল, দাড়ি, নখ কেটে পবিত্র হয়। বুড়ো রায়ের গাজনের জন্য ৮/১০ জন ধীবরদের থেকে ভক্ত হয় আর ধর্মরাজের গাজনের জন্য ৭/৮ জন হাজরাদেরমধ্যে ভক্ত হয়। এড়ানোর জন্য এদের লোকাচার সমৃদ্ধ শোভাযাত্রাগুলি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে সামান্য সময়ের বিরামে বের হয়। বার কামানের দিন, বিকাল চারটে নাগাদ ঠাকুরের 'সিংহাসন ঘোরে' গ্রামে। সিংহাসনে ঠাকুর থাকে লাল শালুতে ঢাকা, ফুলে আবৃত। ঠাকুর এখানে শিলামূর্তি। গোলাকার কূর্ম মূর্তি বলা যায়, তার অবশ্য সিঁদুরে চর্চিত। ঠাকুর ঢাক বাদ্য সহযোগে গ্রামে গুরেমন্দিরে ফেরেন। পরদিন অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমানর দিন ঠাকুরের 'পূজা'। এদিন সকালে মেয়েরা এক কিলোমিটার দূরে পুকুরে স্নান করে দণ্ডী কেটে মন্দিরে আসে। বারোটা থেকে শুরু হয় পূজা পাঠ। একাটা নাগাদ মন্দির থেকে বের হয় 'বানেশ্বর'। বানেশ্বর অর্থাৎ 'পাট', লোহার পেরেক পোঁতা কাঠের পাটাতন। বানেশ্বরকে পাট ভক্ত (প্রধান ভক্ত) মাথায় নিয়ে প্রথমে দু-কিমি দূরের পুকুরে যায় স্নান করাতে। স্নান করে ফেরার পথে সারা গ্রামে ঘোরে। প্রতি বাড়িতে যায়। তখন গৃহস্থরা বানেশ্বরকে পূজা করে। ঢাকের বাদ্যি তো থাকেই। মন্দিরে ফিরে আবার পুজা। সন্ধ্যা রাতে যাওয়া হয় শুঁড়ি পাড়ায় 'ভাড়ার' আনতে। ভক্তরা একটি বড় মাটির হাঁড়িতে শুঁড়ি বাড়ি থেকে মদ এবং অন্যান্য মেয়েরা ঘাটিতে মদ নিয়ে মাথায় করে মন্দিরে ফেরে। ফেরার সয় সবাই ঢাকের তালে নাচতে নাচতে আসে। মন্দিরে মদ রেখে মেয়েরা এবার যায় সেই দু-কিলোমিটার দূরবর্তী পুকুরে। সেখানে স্নান করে মাথায় 'আগুন' নিয়ে আসে। যাদের মানসিক থাকে সেইসব মহিলারা মাথায় মাটিরখোলাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসে। তারপর রাত প্রায় ১/১.৩০ টার সময় বের হয়। 'মুক্তার টোকা'। বাঁশের তৈরি মুড়ি রাখার পাত্রে ঠাকুরকে রেখে লাল শালু ও ফুল দিয়ে আবৃত করে গ্রাম পরিভ্রমণে বের হয় ভক্তরা। গ্রাম ঘোরার আগে স্নান সেরে নেয় ভক্তরা। পরদিন 'পান্ন'। দুপুর বারোটা থেকে পুজো শুরু হয়। তারপর হয় পাঁঠা বলি।তারপর নিয়মভঙ্গে বানেশ্বরকে নিয়ে পুকুরে যাওয়া হয়। সেখানে সবাই তেল হলুদ মেখে স্নান করে। মদসহ ভাড়াল বিসর্জন দেয়। ফেরার সয় বানেশ্বরের ওপর পাট ভক্তকে শুইয়ে ভক্তরা মন্দিরে ফেরে। তারপর ঠাকুর প্রণাম করে যে যার বাড়ি ফেরে। এদিন রাতে যে যার বাড়িতে আমিষ খেয়ে নিয়মভঙ্গ করে।

৫) ভারা গ্রামের ধর্মরাজের গাজন (অর্থগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত),থানা, মেজিয়াঃ ভারা গ্রামে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মরাজের গাজন হয়। ভারা গ্রামটির মেজিয়া থানা থেকে দূরত্ব পনেরো কিলোমিটার। প্রথম দিন ধর্মরাজের পুজো ও যজ্ঞ হয়। যাদের মানসিক থাকে তারা দণ্ডী কাটে। তারও আগে দু-দিন আছে অনুষ্ঠানের

প্রস্তুতির জন্য। প্রথম দিন হয় 'হাড়া ধুয়া'। মনিদিরে প্রচুর বড় বড় হাঁড়ি আছে। এগুলি দামোদর নদীতে নিয়ে গিয়ে ধোওয়া হয়। এগুলিও ভক্তরা করে। দ্বিতীয় দিন হয় 'বার'। এদিন সমস্ত ভক্তরা কামান করে অর্থাৎ দাড়ি কাটে, নখ কাটে। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে। তারপর তৃতীয় দিন হয় পুজো। এখানে ধর্মরাজের পাঁচটি শিলামূর্তি আছে। মূল সিঁধো রায়ের মূর্তি। এছাড়া বুড়ো রায়, কালো রায়, স্বরূপ নারায়ণ এবং বাথান রায়। এই পাঁচটি মূর্তিকে আসনের উপর ফুল ও বেলপাতা দিয়ে বসিয়ে হাফ কিলোমিটার দূরে একটা ছোট মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আসনটিকে স্থানীয় ভাষায় 'আটন' বলে। এই সময় ভক্তরা নাচতে নাচতে যায়। সেখানে গ্রামের চৌমাছা। এখানেই লোক সমাগম হয়। ছোট মন্দিরের আগে যায় শ্মশানে। সেখানে রাজভক্তরা পিঠে বাঁ ফোঁড়ে। বাণের ডগায় কাপণে তেল দিয়ে আগুন ধরানো হয়। এই কাপড়গুলি হয় শ্মশানের শবদেহের কাপড়। রাজভক্তরা সাধারণত হয় বাউড়ীরা। বাউড়ীরা রাজর প্রতিনিধি হিসাবে বাণ ফোঁড়ে। তারপর ফোঁড়ে মধুঋষি গোত্রের লোকজন। এরা হয় গাড়ি চড়কের ভক্ত। সেই রাত্রে গাড়ি চড়ক হয়। গাড়ি চড়ক হল গরুর গাড়ির ওপর চড়ক বানানো হয়। এই চড়ক হল কলা গাছ দিয়ে বানানো বিশেষ পাটাতন। ভক্তরা সেই চড়কের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর সেই ভক্তদের বুকের চামড়ায় লোক লোহার শিক (বাণ) ফোঁড়া হয়। এভাবে পরিক্রমার পর ধর্মরাজনকে বড় মন্দিরে ফেরত নিয়ে আসা হয়। প্রথম দিনের গাড়ি চড়কের পরদিন শুধু 'চড়ক'। দুপুরে হয় ভক্তদের বাণ ফোঁড়া। বাণ ফোঁড়ার সময় আওয়াজ তোলা হয় 'বল বাবা গাজনে সিঁদো রায়ের জয়'। বিকালে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয় দামোদর নদীর ধারে। সেখানে হয়গাছ চড়ক। ভক্তরা পিঠে লোহার আংটা ফুঁড়ে চড়কে ঘোরে। ঘোরার সময় ফল, পুল, বাতাসা ছুঁড়ে দেয়। সেই প্রসাদ সবাই কাড়াকাড়ি করে সংগ্রহ করে অর্থাৎ 'লুট' করে। কোনও কোনও ভক্ত আবার হাতপাখা নিয়ে ছড়কে ওঠে এবং নিজে হাওয়া কায়। সন্ধ্যারপর বাবা মন্দিরে ফিরে আসেন। মেলা চলে চারদিন। শেষ দু-দিন যাত্রাপালা হয়। এই গাজন প্রায় তিন-চারশো বছরের পুরনো। কাশীপুরের রাজা এখানকার জমিদারকে দান করেন এই পুজো।

৬) মেটালীর ধর্মীরাজের গাজন (মালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েত) থানা বড়জোড়া ঃ মেটালীর ধর্মরাজ গাজনটি হল মালিয়ারা অঞ্চলের মেটালী ও ন'পাড়ার ধর্মরাজের গাজন হিসাবে পরিচিত। এটি বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা অর্থাৎ বুদ্ধ পূর্ণিমাতে হয়। মেলাটি একশো বছরের প্রাচীন। গাজন হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। মেলা চলে চারদিন ধর্মরাজের মন্দির মেটালীতে। ধর্মরাজকে গাজনের দিন সন্ধ্যাবেলা দামোদর স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে স্নান হয় সেটি মাধবপুর গ্রাম। তারপর সমবেত হয় ন'পাড়া গ্রামে। সেখানে বাণ ফোঁড়া হয়। পরদিন চড়ক হয় ওই স্থানে। চড়কে পিঠে হুক বিঁধে ঘোরে ভক্ত। এই উপলক্ষে মেলা চলে চারদিন। পরের দু-দিন যাত্রা, বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। আশেপাশের গ্রামের লোকজন অংশগ্রণ করে এই মেলাতে।

পুনশ্চ ঃ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য এবছরও কোথাও কোনও গাজন, মেলা বা উৎসব অনষ্ঠিত হবে না। শুধুমাত্র পাট ভক্ত বা মূল সন্ন্যাসী ব্রত নেবেন। তিনিই কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে পূজা করবেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তার মূর্তি সাফাই করা হচ্ছে। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকাতে বাড়তি নজরদারি বিএসএফের

নদিয়া, ২৫ মে (হি. স.) : কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে এদেশে কাজের জন্য এসেছিল আক্তার, রহিম, বাপ্পারা। তাঁরা এরাজ্যে থাকা আত্মীয়-পরিজনদের বাড়িতেই প্রথম আশ্রয় নেয়। এরপর রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো তারাও পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেরল, ওড়িশা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দেয়। অনেকে আবার দিল্লিতে স্বর্ণশিল্পী হিসেবে কাজ করে অর্থ রোজগার করছিল। কিন্তু করোনা মহামারীর জেরে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন সহ কঠোর বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাই একসময় চোরাপথে আসা বাংলাদেশীদের অনেকে আবারও ওই চোরাপথ ধরে সীমান্ত পার করে নিজেদের দেশে ফিরতে চাইছে। অনেকে সফল হলেও একাংশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ধরা পড়ে যাচ্ছে। সম্প্রীতি দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এমন বেশকিছু ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ আটকাতে বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নদিয়ার ধানতলা থানার ঝোড়পাড়া এলাকায় থাকা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করা এক যুবতীকে গ্রেফতার করে বিএসএফ। পরে ধানতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সে দীঘায় অন্ধকার জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। লকডাউনে কাজ হারিয়ে বনগাঁর এক দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় বিএসএফ তাকে ধরে ফেলে। এছাড়াও সম্প্রতি বেশ কয়েকজন যুবকও কাঁটাতার পার করতে গিয়ে জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে। তারাও জেরার মুখে অপরাধের কথা স্বীকার করে নায়। সূত্রের খবর, এই সময় সীমান্তের কাঁটাতার লাগোয়া অধিকাংশ কৃষি জমিতে পাট চাষ হচ্ছে। চোরাপথে বাংলাদেশে ফিরে যেতে অনেকেই পাট চাষের জমিকে ব্যবহার করছে। কারণ, বড় পাটের খেতের ভিতর দিয়ে সহজেই বিএসএফ জওয়ানদের নজর এড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়া যায়। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের ডিআইজি সুরজিৎ সিংহ গুলেরিয়া বলেন, জওয়ানদের তৎপরতায় বেআইনি অনুপ্রবেশ আটকানো সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি এদেশ থেকে বেআইনিভাবে যাতে কেউ ওই দেশে পালাতে না পারে সেব্যাপারে আমরা সতর্ক রয়েছি। এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সীমান্তবর্তী এলাকার পুলিশের সঙ্গে আমরা সবসময় যোগাযোগ রাখছি।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলায় মোট আটটি থানা রয়েছে। সেগুলি হল কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, ধানতলা, চাপড়া, তেহট্ট, করিমপুর, মুরুটিয়া ও হোগলবেড়িয়া। জেলার পূর্ব দিকে মোট ১৬৬.৯ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে ১৪৩.৪ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া আছে। কিন্তু ২০.৫ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। তার মধ্যে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রয়েছে নদীপথ। তাই স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা এদেশে এসে অপরাধমূলক কাজ করে ফের বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদেশে দুষ্কৃতীরাও আবার অনেক সময় রাতের অন্ধকারে সহজেই বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। কাঁটাতার না থাকা ওই সকল এলাকায় সহজেই কাশির সিরাপ, সোনার বিস্কুট, বিদেশি পাখি প্রভৃতি পাচারের ঘটনা আগে একাধিকবার ঘটেছে। শুধু তাই নয় এদেশের সীমান্ত লাগোয়া গ্রামীণ এলাকা থেকে নাবালিকাদের অপহরণের ঘটনার তদন্তে নেমেও বাংলাদেশিদের যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এমনকী, বিয়ের প্রলোভন দিয়ে অনেক সময় মেয়েদের বাংলাদেশ নিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্তরা। কিন্তু সেই সমস্ত কেসের যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ হাতে থাকলেও ''আন্তর্জাতিক সীমানা ইস্যু'' অপহৃতদের উদ্ধারে বড় বাধা হয়ে ওঠে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরে সড়ক নির্মাণে এবার বিদেশি প্রযুক্তি

হাফলং (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের এএস ২১ এবং এএস ২৩ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত জাটিঙ্গা-হারাঙ্গাজাও এবং নুরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত অংশে এবার বিদেশি প্রযুক্তির মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা হবে। ডিমা হাসাও জেলার মধ্য দিয়ে নির্মীয়মাণ বহু প্রতীক্ষিত শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের জাটিঙ্গা-হাফলং ও নুরিমবাংলো জাটিঙ্গা অংশে ভূতাত্ত্বিক সমস্যার জেরে দীর্ঘদিন থেকে চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। বলা হচ্ছে, ওই অংশের মাটির গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ার দরুন গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে সড়ক নির্মাণের কাজ এগোচ্ছে না। এএস ২৩ প্যাকেজের নুরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত অংশের সড়ক নির্মাণ কাজের দায়িত্বে ছিল এনকেসি নামের নির্মাণ সংস্থা। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক সমস্যার কথা বলে এনকেসি নির্মাণ সংস্থা ইতিমধ্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েচে। অন্যদিকে এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশের সড়ক নির্মাণের দায়িত্বে ছিল জেকেএম ইনফ্রা নামের নির্মাণ সংস্থা। কিন্তু এই নির্মাণ সংস্থা সড়ক কাজে ব্যর্থ হওয়ার দরুন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করে। যার দরুন এই দুটি অংশে কাজ বন্ধ রয়েছে। তবে ওই দুই অংশে বহু জায়গা সিংকিং জোন হওয়ার দরুন এবার কিছুটা অ্যালাইনমেন্ট বদল করে সড়ক নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে।

ইতিমধ্যে জাপানিজ একটি সংস্থা নুরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা এবং জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালিয়ে একটি নতুন ডিপিআর প্রস্তুত করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে। এবার সম্পূর্ণ বিদেশি পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে এই সড়ক। ডিপিআর জমা দেওয়ার পর এখন শুধু দরপত্র আহ্বান করা বাকি। আগামী জুন বা জুলাই মাসে ওই দুটি অংশের কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হতে পারে। সম্ভবত অক্টোবর মাস থেকে এসএস ২৩ প্যাকেজের নুরিমবাংলো থেকে জাটিঙ্গা এবং এএস ২১ প্যাকেজের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও অংশে সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে কোভিড অতিমারির উপর, বলেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেই নতুন করে এই দুটি অংশের চারলেন সড়ক নির্মাণের জন্য আবার নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হবে। তবে এবার সম্পূর্ণ বিদেশি পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে সড়ক।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নের শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করা হয়েছিল। তবে অসমের অনান্য অংশে এই সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলেও ডিমা হাসাওয়ের মধ্য দিয়ে নির্মীয়মাণ মহাসড়কের দীর্ঘ দুই দশক পার হয়ে যাওয়ার পরও নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। অভিযোগ, একমাত্র সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই আজ পর্যন্ত মহাসড়কের কাজ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বনবিভাগের ছাড়পত্র-জটের দরুন কাছাড়ের বালাছড়া থেকে ডিটেকছড়া পর্যন্ত অংশে চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজ বন্ধ ছিল। তবে ছাড়পত্রের সমস্যা মিটে যাওয়ার পর ওই অংশে সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হলেও কাজের অগ্রগতি তেমন হয়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আগামী ২০২২-এর মধ্যে মহাসড়কের কাজ সম্পূর্ণ হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আদৌ তা কতটুকু সম্ভব হবে তা হবে সময় বলবে।

ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিশ দিল সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৭ জুন থেকে যে সপ্তাহ শুরু হচ্ছে, সেই সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে এই মামলায় কেন্দ্রকেও নোটিশ জারি করে আদালত। পাশাপাশি এই মামলায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন ও এসসিএসটি কমিশনকে পার্টি হিসেবে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

গত ২ মে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর হিংসা ও অশান্তির ঘটনায় 'সিট' গঠন করে তদন্তের আর্জি জানিয়ে কয়েকজন সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেন। পিটিশনে দাবি করা হয়, ভোটের ফল প্রকাশের পর হিংসার জেরে বহু মানুষকে বাড়িছাড়া হতে হয়েছে। ১৮ জনের বেশি রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। চলেছে লুঠ, হিংসা। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মহিলাদের যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে বলেও পিটিশনে দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়, 'রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট' দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশ করা হয়েছে। তাই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে পুলিশ। যাঁদের জীবন বিপন্ন, তাঁদেরও নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়। মঙ্গলবার বিচারপতি বিনীত সরণ ও বিচারপতি বিআর গাভালের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। শুনানির পর কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে শীর্ষ আদালতের তরফে।

ইতিমধ্যেই এই ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এ রাজ্যে এসেছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশন, তফশিলী কমিশনের প্রতিনিধিরা। তাই আদালতে আইনজীবী পিঙ্কি আনন্দের দাবি, 'মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা বাস্তুচ্যুত মহিলাদের পরিস্থিতি জানেন। আদালত তাঁদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিক। রিপোর্ট পেলে ওই সব আক্রান্তদের সাহায্য করতে সুবিধে হবে। এরপর দুই কমিশনকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেয় বিচারপতি বিনীত সরণ এবং বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের অবসরকালীন বেঞ্চ। সেইসঙ্গে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই সপ্তাহেই মামলাটির আবারও শুনানির ধার্য করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে, আবেদনকারীরা হলেন, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দেবযানী হালদার, প্রশান্ত দাস, পারমিতা দে, ভূপেন হালদার। এর মধ্যে অরুণ মুখোপাধ্যায় ও দেবযানী হালদার সমাজকর্মী এবং প্রশান্ত দাস কোচবিহারের বাসিন্দা, যিনি ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বলে দাবি। পারমিতা দে ও ভূপেন হালদার, দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গের আইনজীবী। এদের ঘর ও অফিসে ভাঙচুর চালান হয়েছে বলে অভিযোগ।

ইয়াস : ডিমা হাসাওয়ে লাল সতর্কবার্তা

হাফলং (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : ঘূর্ণিঝড় ইয়াস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে কেন্দ্রীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের পক্ষ থেকে জারিকৃত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ডিমা হাসাও জেলায়ও এ সম্পর্কে লাল সতর্কতা জারি করা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর এ সম্পর্কে জেলার জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলেছে। বলা হয়েছে, শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে ইয়াস। বুধবার পশ্চিম বঙ্গে বেলা ১২টা নাগাদ আছড়ে পড়বে। আগামীকাল (২৬ মে) এবং ২৭ মে অসমেও আছড়ে পড়তে পারে, এমনটাই জানানো হয়েছে আবহওয়া দফতর থেকে। অসমে বুধবার (২৬ মে) এবং বৃহস্পতিবার (২৭ মে) ইয়াসের দাপটে প্রবল বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায়ও প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জেলাশাসক পল বরুয়া ঘূর্ণিঝড় ইয়াস নিয়ে জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ সহ পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের দুর্যোগ ঘটলে তা মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেরল বিধানসভার নতুন স্পিকার এম বি রাজেশ

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ মে (হি.স.): শাসক দল সিপিআই(এম)-এর প্রথমবারের বিধায়ক, এম বি রাজেশ নির্বাচিত হলেন কেরল বিধানসভার স্পিকার। মঙ্গলবার স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর এম বি রাজেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-সহ অন্যান্যরা। পূর্ববর্তী এলডিএফ সরকারের সময়ে কেরল বিধানসভার স্পিকার ছিলেন পি শ্রীরামাকৃষ্ণন। মঙ্গলবার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন এম বি রাজেশ।

কেরল বিধানসভায় নতুন হলেও, সাংসদ হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে রাজেশের। বিধানসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর, নতুন স্পিকার নির্বাচনের জন্য এদিন সর্বপ্রথম ভোট দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। ফল ঘোষণার পর পিনারাই ও বিরোধী দলনেতা ভি ডি সথীসান রাজেশকে স্পিকারের চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে যান। পরে রাজেশকে অভিনন্দন জানান পিনারাই ও বিরোধী দলনেতা।

সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল সিবিআই কলকাতা হাইকোর্টে ফিরল নারদ মামলা

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : নারদ মামলা নিয়ে এখনই ভাবতে রাজি নয় দেশের শীর্ষ আদালত। ফলে ফের হাই কোর্টে ফিরল মামলা। সুপ্রিম কোর্টর প্রশ্নের মুখে জেরবার হয়ে যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নারদ মামলা সরানোর আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল, তারাই আবেদন প্রত্যাহার করে নিল। তার ফলে আবারও কলকাতা হাই কোর্টের পাঁচ সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চে নারদ মামলা ফিরল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, হাই কোর্টের রায়ের পর বিষয়টি আবারও বিবেচনা করা হবে।

হাই কোর্টের পর সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও প্রশ্নের মুখে জেরবার হতে হল সিবিআইকে। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের ভ্যাকেশনাল বেঞ্চে মামলাটি উঠলে দুই বিচারপতির কড়া প্রশ্নের মুখে কার্যত ঝাঁঝরা হতে হয় কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে। যে মামলাটি ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের পাঁচ সদস্যের বিশেষ বেঞ্চের বিচারাধীন রয়েছে, তা নিয়ে কেন সুপ্রিম কোর্ট আসা হচ্ছে। এই প্রশ্ন রাখা হয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সামনে। মামলা প্রত্যাহার না করা হলে অভিযুক্তদের জামিন দিয়ে দেওয়ার কথাও বলেন বিচারপতিরা। শেষে আদালতের তোপের মুখে পড়ে মামলা প্রত্যাহার করে নেয় সিবিআই। জবাবে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, সেদিন নিজাম প্যালেসের বাইরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের আইনমন্ত্রী যেভাবে ধরনায় বসেছিলেন, তাতে সিবিআই নিজের কাজ ঠিক মতো করতে পারেনি। কেন্দ্রের এই যুক্তি শুনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, "একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই আমরা ধরনার বিপক্ষে। কিন্তু যদি মুখ্যমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রী নিজের হাতে আইন তুলে নেন, তার জন্য অন্যান্য অভিযুক্তদের ভোগান্তি হবে কেন?" সিবিআই দাবি করেছিল, নিম্ন আদালত প্রভাবিত হয়ে এই জামিনের নির্দেশ দেয় চার অভিযুক্তকে। কেন্দ্রীয় সংস্থার সেই দাবিও কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ সাফ জানায়, ''আমাদের মনে হয় না নিম্ন আদালতের বিচার ব্যবস্থা এতটা দুর্বল যে তাদের এভাবে প্রভাবিত করা যায়। আমরা দেশের বিচার ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করতে চাই না।'' এমনকি, অন্য রাজ্যের আদালতে মামলা স্থানান্তরিত করার আর্জিও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। হাইকোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চে সেই মামলা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রী যদি আইন ভেঙে থাকেন সে ক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে সিবিআই, এমনটাই পর্যবেক্ষণে বলা হয় শীর্ষ আদলতের পক্ষ থেকে।

যদিও এ দিন আদালতে বারংবার চার অভিযুক্তের গৃহবন্দি রাখার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে যান কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল। এক সময় বাধ্য হয়ে দুই বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, ''ছুটির সময় স্পেশাল বেঞ্চ সাধারণত গঠিত হয় মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। এই প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পেশাল বেঞ্চকে স্বাধীনতা খর্ব করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।'' ফলে এই মামলা অন্য রাজ্যে যাচ্ছে না। হাই কোর্টে বিচারাধীন মামলা যদি অন্য আদালতে স্থানান্তর করা হয় সেটা রাজ্যের উচ্চ আদালতের জন্য অবমাননাকর হবে বলে পর্যবেক্ষণে জানান সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি।

''যাতে কোনও সমস্যা না হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি": রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : প্রতিনিয়ত করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহরবাসী। তারই মাঝে গতকাল রাজ্যে আছড়ে পরতে চলেছে ইয়াস। অন্যদিকে মঙ্গলবার ইয়াস মোকাবিলায় নবান্নে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর। এরপরেই " যাতে কোনও সমস্যা না হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি " ইয়াস প্রসঙ্গে মন্তব্য রাজ্যপালের।

ইয়াস মোকাবিলায় মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর। নবান্নে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ইয়াস নিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার পুরোদমে সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তাই নিয়ে আমি মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলেছি"। এর আগে এদিন টুইট করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর জানান, সন্ধে ৬টার সময় নবান্নের কন্টোল রুমে থাকবেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

প্রতি ঘণ্টায় ৩ লিটার অক্সিজেন দিতে হচ্ছে অসুস্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে

কলকাতা, ২৫ মে (হি স): ফের অসুস্থ হয়ে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকায় মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। প্রতি ঘণ্টায় ৩ লিটার অক্সিজেন দিতে হচ্ছে অসুস্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে খবর হাসপাতাল সূত্রে।

করোনা হানায় নাস্তানাবুদ আমজনতা। প্রতিনিয়ত বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর। কিন্তু হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পরলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকায় মঙ্গলবার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে প্রতি ঘণ্টায় ৩ লিটার অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা এখন ৯০ শতাংশের বেশি। অন্যদিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর ফুসফুসে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসায় ৬ জন চিকিৎসকের একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালে ৩১৩ নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

মঙ্গলবার কাছাড়ে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৬০৩

শিলচর (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : কাছাড়ে করোনায় আক্রান্তের ভয়াবহতা তুঙ্গে উঠেছে। কাছাড় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার নতুন করে ৬০৩ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। এতে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ৪৩৮ জন এবং আরটি-পিসিআর টেস্টে ১৬৫ জন মিলে মোট ৬০৩ জনের শরীরে করোনা পডিটিভ রিপোর্ট ধরা পড়েছে। কাছাড় জেলায় করোনার দ্বিতীয় ওয়েবে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৬৩৩ জনে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ৪,৯০৯ জন সুস্থ হয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন। বর্তমানে জেলায় ২,৬৬৫ জন সক্রিয় করোনা পজিটিভ রয়েছেন। আজ কাছাড়ে কোভিড আক্রান্ত ২৭৮ জন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। করোনা টেস্টের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত জেলার মোট ১,৪২,৭৪৯ জনের স্যাম্পল টেস্ট করা হয়েছে। কাছাড় জেলায় করোনা প্রতিরোধে এ পর্যন্ত মোট ১,৫৪,২৮৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

বিশাখাপত্তনমের পেট্রোলিয়াম প্ল্যান্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিখোঁজ ৬ কর্মী

বিশাখাপত্তনম, ২৫ মে (হি.স.) : দাউ দাউ করে জ্বলছে অন্ধ্রপ্রদেশ বিশাখাপত্তনমের হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের (এইচপিসিএল) প্ল্যান্ট। মঙ্গলবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এইচপিসিএল-এর তিন নম্বর ইউনিটে। জানিয়েছে, আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। প্রাথমিকভাবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া না গেলেও এই ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন ৬ কর্মী ।

আগুনের ভয়াবহতা এতটাই বেশি যে আশপাশের এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন আগুন নেভনোর কাজ করছে। খরব পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নৌবাহনীর বিশেষ দল। পরে দমকলের আরও ইঞ্জিন আনা হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, তেল পরিশোধন ইউনিটের পাইপলাইনে বিস্ফোরণের ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে প্ল্যান্টের কর্মীদের দাবি,আগুন যখন লাগে সে সময় ৬ কর্মী ঘটনাস্থলে ছিলেন। তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ হওয়া ৬ শ্রমিকের খোঁজ চালানো হচ্ছে। বিশাখাপত্তনম পুলিশের ডিভিশনাল কমিশনার ঐশ্বর্য রস্তোগি জানিয়েছেন, এইচপিসিএল-এর তিন নম্বর ইউনিটে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন আগুন নেভনোর কাজ করছে। দমকলের আরও ইঞ্জিন আনা হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

একদিনে পশ্চিমবঙ্গ করোনা আক্রান্ত ১৭,০০৫ জন

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : করোনা কাঁটায় নাজেহাল দেশবাসী থেকে রাজ্যবাসী। গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য এই ভাইরাস যা এখনও বর্তমান। এরই মাঝে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১৭,০০৫। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,০০৫ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৩,০১,৯৭৮। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৫৭ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪,৬৭৪। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৯,০৫৭। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১১,৬০,৯২৮। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৯.১৭ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৬৬,১২৩জনের। ফলে মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১,২০,৫৭,৯৭২।

নবান্নের কন্টোল রুম থেকে ইয়াসের গতিবিধির উপর নজরদারি রাজ্যপালের

কলকাতা,২৫ মে (হি.স.) : অল্প সময়ের অপেক্ষাতেই রাজ্যজুড়ে ধেয়ে আসতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। তবে, ইয়াস নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু প্রশাসনের। অন্যদিকে মঙ্গলবার নবান্নে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর। নবান্নের কন্টোল রুম থেকে ইয়াসের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন রাজ্যপাল।

বুধবার সকালে ওড়িশার ধামড়ার কাছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইয়াস পৌঁছে যাবে। বালেশ্বরের দক্ষিণ দিক থেকে অতিক্রম করবে ইয়াস। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। পূর্ব মেদিনীপুর কাল ভোরের ৯০-১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ঝড়ের আশঙ্কা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিমি। আর তাই ইতিমধ্যেই নবান্ন থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ইয়াসের গতিবিধির উপর নজরদারি। মঙ্গলবার বিকেলে নবান্নে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নবান্নে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান মুখ্যসচিব আলাপন বন্দোপাধ্যায়। অন্যদিকে নবান্নের কন্টোল রুম থেকে ইয়াসের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন রাজ্যপাল।

আফগানিস্তানে করোনা-মুক্ত ৫৬,৫১৮ জন, মৃত্যু বেড়ে ২,৮৮৭

কাবুল, ২৫ মে (হি.স.): দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখী হলেও, এখনই করোনার প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়নি আফগানিস্তান। বিগত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৮৪০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। নতুন করে ১৯ জনের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত মোট ২,৮৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪০ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭,৭৪৩।

মঙ্গলবার আফগানিস্তানের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আফগানিস্তানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২,৮৮৭-এ পৌঁছেছে এবং ৮৪০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭,৭৪৩-এ। আফগানিস্তানে এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ৫৬,৫১৮ জন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চোখ সুন্দর ও আকর্ষণীয় দুই হবে, পড়ুন টিপসগুলি

এই চোখ দুটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় রাখার বেশ দরকার আছে আমাদের কাছে। চোখ প্রত্যেকটি মানুষের মনের আয়না। কারুর চোখ দেখেই বলে ফেলা যায় সে সুস্থ আছে কিনা। চোখ ছাড়া কার্যতই দেখতে গেলে আমরা অচল। তাই এই চোখ দুটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় রাখার বেশ দরকার আছে আমাদের কাছে।

তবে আজকালকার এই দৌড়ঝাঁপের জীবনে নিজের যত্ন নেওয়ার সময় অনেকেই পাই না আমরা। সেক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি, চোখের নিচ ফুলে যাওয়া এই সমস্যাগুলি লেগেই থাকে। চোখ দেখলেই ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে তার মাধ্যমে। এর ফলে এবার থেকে চোখের প্রতিও সজাগ হন। খুব সাধারণ কিছু কাজ দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলুন যাতে করে চোখ থাকবে সুন্দর। চোখের সঠিক পরিচর্যা, ব্যায়াম ও কিছু খাবারের সাহায্যে তা সহজেই করা সম্ভব।

১. প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে ভাল করে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে নেবেন। এরপর নরম কাপড় বা ভেজা কাপড় দিয়ে বাড়তি জল মুছে ফেলতে হবে। এই গরমের সময়ে দিনে অন্তত ৬ থেকে ৭ বার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারেন। এছাড়াও কাজ করতে করতে চোখ জ্বালা করলেও এটাই করবেন, অনেকটা লাভ পাবেন।

আরো পোস্ট- গরমে ঠান্ডা কুল কুল "কাস্টার্ড"

২. খারাপ গুণের প্রসাধনী সামগ্রী চোখে লাগাবেন না। চোখের ত্বক খুব স্পর্শকাতর। তাই তার অবহেলা কোনোভাবেই চলবে না। চোখের মেকআপের আগেও চোখকে সুরক্ষা দেয় মন কিছু লাগিয়ে নেবেন।

৩. অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত জাগা এড়িয়ে চলতে পারলে খুব ভালো। রাতে ৮ ঘন্টা ঘুম খুব দরকার। বিছানায় শুয়ে বই পড়া এবং কম আলোয় পড়াশোনা একদম করবেন না। সরাসরি আলোয় না পড়ে পাশ থেকে বা উপর থেকে এসে পড়া আলোয়ে পড়াশোনা করলে চোখে আলোর চাপ লাগে না।

৪. চোখের নিচের অংশের ফোলাভাব কমাতে এবং চোখের ক্লান্তি দূর করতে আলু থেঁতো করে সেই রস পাত্রে ঢেলে তুলোয় করে তা ভিজিয়ে নিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন। আবার খুব কাজ করে চোখ জ্বালা করলে চোখ সতেজ ও ভাল রাখতে কিণ্ণদুটি চোখের উপর শশার চাকতি গোল করে কেটে নিয়ে চোখ বন্ধ করে চোখের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এগুলি যে সময়ে আপনি ফাঁকা থাকবেন তখন করতে পারেন।

গরমে করুণ অবস্থা! ত্বক ঠাণ্ডা রাখবে এই ফেসপ্যাকগুলি

যারা ভাবছেন যে এই দুপুর রোদে বেরিয়ে পার্লর গিয়ে তা করাতে হবে তারা ভুল ভাবছেন। প্রচন্ড গরমে আমাদের শরীরের মতো আমাদের ত্বকও নেতিয়ে পড়েছে। শুষ্ক ও রুক্ষ ত্বক চাইছে একটু আদ্রতা বা প্যাম্পারিং। কিন্তু এর মানেই যারা ভাবছেন যে এই দুপুর রোদে বেরিয়ে পার্লর গিয়ে তা করাতে হবে তারা ভুল ভাবছেন। বাড়িতেও একইভাবে এই যত্ন নেওয়া যায় যদি আপনি ত্বকের পরিচর্যা করতে চান তাহলে। এতে ত্বক ভালো ও উজ্জ্বল থাকবে আবার ত্বকের যত্নও নেওয়া হয়ে যাবে।

তাছাড়া যাদের রোদে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয় তাদের রোদে পুড়ে গিয়ে ত্বকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ফলে ত্বকে জ্বালাপোড়া, চুলকানি বা ফুসকুড়ি প্রায়ই হতে থাকে গরমে। অনেকেই জানেন না যে এই জ্বালাভাব কমাতে কিন্তু ত্বক ভিতর থেকে ঠাণ্ডা রাখা খুব জরুরি। তাই সপ্তাহে একদিন অন্তত নিজের ত্বকের জন্যে সময় বের করুন। ত্বকের যত্ন নিতে কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করতে হবে না। কিছু সহজ কুলিং ফেস প্যাকগুলি বাড়িতে বানানো যায়।

১. শসার প্যাক: ডিহাইড্রেটেড ত্বকে আর্দতা আনতে পারে শসা। ১টা শশা গ্রেড করে তাতে ১ টেবল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। মুখে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রিল্যাক্স করুন। পরে জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

আরো পোস্ট- গরমে দেহ-মন ঠান্ডা করুন "স্ট্রবেরি পুডিং" দিয়ে

২. অ্যালোভেরার প্যাক: অ্যালোভেরা খুব ভালো ত্বকের জন্যে। এর জ্বালিয়ে ভাব ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে রাখে। আবার লেবুর রস ত্বকের তেলাভাব দূর করে দিতে পারে। ২ টেবল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ২ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে নিন। এই প্যাক মুখে লাগিয়ে রেখে দেবেন ২০ মিনিট। এবার তা ধুয়ে ফেলবেন। এটা বানিয়ে রেখে দিতেও পারেন ফ্রিজে।

পায়ের কালো দাগ নির্মূলে এগুলি পড়ুন, অন্যের নজর কাড়বেই

সৌন্দর্য চর্চা তখনই পুরোপুরি সম্ভব যখন দেহের অন্যান্য অংশের যত্নের পাশাপাশি পায়ের যত্নও পুরোপুরি নেওয়া সম্ভব হবে।

আমরা মেয়েরা রূপচর্চা করতে খুব ভালোবসি। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে পায়ের যত্ন না নিলেও দেখতে বাজে লাগে। সৌন্দর্য চর্চা তখনই পুরোপুরি সম্ভব যখন দেহের অন্যান্য অংশের যত্নের পাশাপাশি পায়ের যত্নও পুরোপুরি নেওয়া সম্ভব হবে।

এটি একটি উন্মুক্ত অংশ। তাই অনেকের নজরেই পায়ের সৌন্দর্য আটকে থাকে। পা দুটিকে নজরকাড়া সুন্দর করে তোলা সম্ভব এই কয়েকটি টিপসে। পড়ুন ও এখন থেকেই মেনে চলুন।

১. সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন গরম জলে সামান্য নুন এবং শ্যাম্পু দিয়ে ২০ মিনিট পা ভিজিয়ে রেখে দিন। এই নিয়ম পালন করলে পায়ের ময়লা, ফাঙ্গাস, ধুলোবালি ও ব্যাকটেরিয়া সহজেই পা থেকে বেরিয়ে যাবে। অন্যদিকে, পায়ের ত্বক নরম ও সুন্দর থাকবে, সাথে পায়ের নখও ভালো থাকবে।

২. সবসময় হিলজুতো পড়ার অভ্যাস করবেন না। এতে পায়ের অনেক ক্ষতি হয় যা অনেকেই জানি না। আবার সবসময় পাতলা সোলের জুতোও পরবেন না। পায়ের ভালো চাইলে ১ বা ১.৫ ইঞ্চি হিল জুতো পরার অভ্যাস করতে পারেন।

আরো পোস্ট- সপ্তাহের শেষদিনে কী বলছে কার ভাগ্য

৩. পায়ের নখ বেশি বড় আকারের রাখলে এতে ময়লা বেশি জমে যায়। তাই পায়ের নখ ছোট ছোট করে কেটে রাখাই ভালো। কারণ নখে ময়লা জমে গিয়ে পায়ে ফাঙ্গাসের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এছাড়া নখে নেইলপলিশ বেশিদিন রাখলেও নখে হলদেটে ভাব দেখা দিতে পারে। ফলে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়।

৪. রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটি গামলায় কুসুম গরম জল নিয়ে তাতে অল্প কর্ণফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিবেন। সেই হালকা গরম জলে ৫-১০ মিনিট পা ভিজিয়ে রেখে দেবেন। এরপর পা মুছে ক্রিম মেখে শুয়ে পড়বেন।

৫. একটি বাটিতে ১/২ কাপ টক দইয়ের সাথে ১/২ চা চামচ ভিনেগার মিশিয়ে একটি মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এরপর মিশ্রণটি দিয়ে পুরো পা ম্যাসেজ করবেন কিছুক্ষণ। ৫ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। নজরকারা ত্বকের পরিবর্তন নিজের চোখেই দেখে নিতে পাবেন। ৩. চন্দনের প্যাক: ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সাহায্য করে চন্দন। আবার গোলাপ জল ত্বকযে সতেজ রাখতে পারে। ২ টেবল চামচ চন্দন গুঁড়োর সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে নিতে হবে। মুখে লাগিয়ে রাখুন এই মিশ্রণ। এটা শুকিয়ে গেলে মুখ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এই প্যাকগুলোর যে কোন একটি যা আপনার ত্বকের জন্যে ভালো ফল দেয় তা অনুসরণ করলে দেখবেন রোদে পোড়া কালচেভাব ত্বক থেকে সরে গিয়েছে।

রোদে রোজ বাইরে কাজসানস্ক্রিন বানান নিজেহ

গ্রীষ্মকাল মানেই সূর্যের তীব্রতা থেকে নিজের ত্বককে রক্ষা করতে সানস্ক্রিনের শরণাপন্ন হওয়া। সকাল থেকে বিকেল যারা রোদের মধ্যে কাজের জন্যে দৌঁড়ে বেড়ান তাদের জন্যে এটাই একমাত্র সম্বল।

এই চাহিদা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কারণে বহু নামিদামি কোম্পানি প্রায় প্রতিদিনই বাজারে নিয়ে আসছে একের পর এক প্রকারের সানস্ক্রিন। আজকাল ছোট থেকে বড়ো মহিলারাও সেগুলিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে ব্যবহার করছেন। এর ফল হচ্ছে মারাত্মক। তাদের ত্বকে পড়ছে প্রভাব। কারণ জানা গেছে যে সেগুলি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিছু এমন উপাদান যা ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকারক। তবে আমরা থাকতে চিন্তা কিসের? এবার আমাদের এই টিপসগুলি পড়েই বাড়ি বসে কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে বানাতে পারবেন আপনার নিজের পছন্দমতো সানস্ক্রিন। আরো পোস্ট- চিপস আর ভাজাভুজিতে হাড়ে প্রভাব! বাচ্চারা সাবধান সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে ত্বককে বাঁচাতে দেখে নিন সেই উপাদানগুলি।

১. হলুদ : হলুদ একাধিক কারণের জন্য যে কোনো গৃহিনীর রান্নাঘরে পাকাপাকি ভাবে স্থান করে নিয়েছে। নানা প্রকারের রোগ নিরাময় করার গুণ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যই হলো এর মূল কারণ।

এক চিমটি হলুদের সঙ্গে কিছুটা নারকেল তেল নিয়ে মিশিয়ে নিন। এভাবেই বানিয়ে ফেলুন ঘরোয়া সানস্ক্রিনটি।

২. আমণ্ড অয়েল এবং অলিভ অয়েল : আমণ্ড অয়েলকে চুলের জন্য খুব উপকারী উপাদান বলে ধরা হয়। অন্যদিকে আবার অলিভ অয়েলকে ভোজ্য তেল বলা হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এই দুই তেলের থেকেই আমরা আমাদের শরীরের জন্যে দরকারি ভিটামিন-ই পেতে পারি। এগুলি আবার ত্বকের জন্য খুব ভালো। আমণ্ড অয়েল, অলিভ অয়েল, কোকোনাট ওয়াটার, মধু নিয়ে একসঙ্গে নাড়িয়ে নিয়ে মিশ্রণ বানিয়ে মিশ্রণটিকে গরম জলে রেখে দিন। এবার এতে জিংক অক্সাইড যোগ করুন যা পুরো মিশ্রণটিকে একটি স্মুদ ফিনিস দিতে পারে। ব্যাস, আপনার ন্যাচারাল এবং হোমমেড সানস্ক্রিন রেডি।

৩. অ্যালোভেরা জুস অ্যালোভেরা চুল এবং স্কিনের জন্য যে কতটা উপকারী তা আর আলাদা করে বলতে হবে না। অ্যালোভেরা থেকে সানস্ক্রিন বানানোর জন্য গাজরের বীজের তেল, অ্যাভোকাডো অয়েল, মরিচ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে অ্যালোভেরার জুস।

এবার সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে একসঙ্গে করে একটি স্প্রে বোতলে ভরে রেখে দিন। আপনার বাড়ির সানস্ক্রিন আপনার জন্য প্রস্তুত।

তবে এর মাধ্যমে সমস্ত মেকআপ তুলে ফেলা সম্ভব নয়। এছাড়াও ত্বকের ময়লা এক দিক থেকে আরেক দিকে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মুখ ধুয়ে মুখ পরিষ্কার করার পদ্ধতিতে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে মিসেলার ওয়াটার ব্যবহার করতে পারেন।

৩. ভুল প্রোডাক্ট: মেকআপ করার সময়ে সে মেকআপ আমাদের ত্বকে বসল কিনা তা নিয়ে আমরা যতটা চিন্তা করি মেকআপ তোলার সময় কি প্রোডাক্ট ব্যবহার করছি তা নিয়ে অতোটা চিন্তিত থাকি না। তখন আমাদের লক্ষ্য একটাই থাকে কোনমতে মেকআপ তুলে ফেলা। কিন্তু আপনার ত্বকের ধরন বুঝে আপনাকে মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করতে হবে। শুষ্ক এবং সেনসিটিভ স্কিনের ক্ষেত্রে শুকনো মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করলে ত্বকের জ্বালাভাব হতে পারে। এর জন্য আপনি এমন কিছু ব্যবহার করবেন যাতে ত্বকের আর্দতা বজায় থাকে এবং সমস্ত মেকআপ উঠে যায় সহজে।

৪. নিজস্ব মেকআপ রিমুভার : আমরা অনেকেই নিজের হাতে তৈরি জিনিস ব্যবহার করতে ভালোবাসি । এক্ষেত্রে আমরা মেকআপ রিমুভার অনেকেই নিজের বাড়িতে বানিয়ে ফেলি।

তবে সব সময়ে তা যে আপনার ত্বকের পক্ষে ভাল হবে এমনটা নয়। যেখানে আপনার ত্বকে মাঝে মাঝে এরকম সমস্যা দেখা দেয় সেখানে এভাবে না জেনে এবং নিজের ত্বকের চাহিদা না বুঝে যে কোন ধরনের মেকআপ রিমুভার তৈরি করে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এমন কিছু বিশেষ উপাদান দিয়ে মেকআপ রিমুভার তৈরি করা হয় যা হয়ত আপনার ত্বকের জন্য উপযোগী নয়। এতে আপনার ত্বকে ইনফেকশন বা অ্যালার্জি হতে পারে।

তাই আগে সেই উপাদানগুলি সম্পর্কে জেনে নেবেন এবং সেগুলি আপনার ত্বকের জন্য ঠিক কিনা সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে।

খেলেই হবে না, সুন্দর ত্বকে পেতে মাখুন আম

বলা বাহুল্য এই সময়টায় নিজের যত্ন নেওয়ার সব থেকে ভালো সময় এ সময় বাড়িতে বসে আমরা সকলেই কি করে সময় কাটাবো সেই উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। কাজের পরেও যে সময়টা বেঁচে যায় সেই সময়টাতে এমন কিছু করার চেষ্টা করা উচিত যাতে নিজেরই লাভ হয়।

তবে বলা বাহুল্য এই সময়টা নিজের যত্ন নেওয়ার সব থেকে ভালো সময়। প্রথমত আপনার কোথাও বাইরে যাবার তাড়া নেই।

দ্বিতীয়ত এই সময় সূর্যের তাপ থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন। তাই এই সময় ভালোভাবে নিজের ত্বকের যত্ন নিন নিজেই।

সে যত্নের জন্য এমন কিছু বিশেষ জিনিসের প্রয়োজন নেই। বাড়িতে যা মজুদ রয়েছে তার মধ্যে দিয়েই আপনি ফেসপ্যাক গুলি বানাতে পারেন। গরমের রাজা আম। তবে আম যে শুধু খেলেই মনের শান্তি তা নয়, আপনি চাইলে ত্বককেও শান্তি দিতে পারেন এই আমের ফেস প্যাক বানিয়ে।

এ জন্য আরও কিছু টুকটাক সরঞ্জাম দরকার। আর এই গরমে এমন কেউ নেই যার বাড়িতে আম ফলটি পাওয়া যাবে না।

এ ফেস প্যাকগুলো ত্বকে লাগালে ডার্ক সার্কেল কমে যাওয়ার পাশাপাশি আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে।

১. আমের পাল্প ১ চা চামচ নিয়ে তাতে লেবুর রস ও মধু যোগ করে দিন। তিনটি উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখুন।

হালকা হাতে ম্যাসাজ করে কুড়ি মিনিট পরে তা ধুয়ে দিতে পারেন। যাদের মুখে ব্রনের সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য এটি ভালো ফল দেবে।

২. দুই চামচ পাকা আম, এক চামচ ওটস এবং দুই চা চামচ কাঁচা দুধ ভালো করে মিশিয়ে নিন। মুখে প্যাক(ব্ধখত্বত্র দ্মখত্বদ্ধ) লাগানোর আগে তুলো কাঁচা দুধে ভিজিয়ে নিয়ে ভাল করে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর মুখে তা স্ক্রাব করতে করতে আস্তে আস্তে সেটা ধুয়ে ফেলুন ঈষদুষ্ণ গরম জলে । সপ্তাহে দুদিন এটি করতে পারলেই আপনার ত্বক আগের থেকে অনেক মসৃণ ও চকচকে হবে।

নেটফ্লিক্সের সুদিনে ভক্তদের মন খারাপ

সারা বিশ্ব ভয়ংকর দুঃসময়ের ভেতর দিন গুনছে। কিন্তু করোনা মুদ্রার উল্টো পিঠের মিষ্টি ফল ভোগ করছে নেটফ্লিক্স। বিশ্বের মানুষ লকডাউন আর কোয়ারেন্টিনে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আর তাদের একটা বড় অংশ ঘরে সময় কাটাচ্ছে নেটফ্লিক্সে চোখ রেখে। বিবিসি অনলাইন নেটফ্লিক্সের ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যবসা নিয়ে প্রকাশ করেছে বিশেষ প্রতিবেদন।

১. ২০২০ সালের কেবল প্রথম তিন মাসেই নেটফ্লিক্স পেয়েছে নতুন ১ কোটি ৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার; যা প্রত্যাশার দ্বিগুণের বেশি। বিশ্বে নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ১৮ কোটি ২০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ৫০ হাজার কোটি টাকা বেশি আয় হয়েছে। আর লাভ হয়েছে গত বছর এই সময়ের ৫০ শতাংশের বেশি।

২. নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দাম একলাফে তিন গুণ বেড়েছে। ই মার্কেট বিশেষজ্ঞ এরিক হ্যাগস্ট্রম বলেন, নেটফ্লিক্স ব্যবসার নতুন দুয়ার খুলে ফেলেছে। ঘরে থাকা মানুষের একটা বড় অংশ নেটফ্লিক্সের ভোক্তা। আর যারা ভোক্তা নন, তারা সম্ভাব্য ভোক্তা (পোটেনশিয়াল কাস্টমার)।২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেই নেটফ্লিক্স পেয়েছে নতুন ১ কোটি ৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার। ছবি:সংগৃহীত ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেই নেটফ্লিক্স পেয়েছে নতুন ১ কোটি ৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার। ছবি:সংগৃহীত

৩. নেটফ্লিক্সের এই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আগ্রহকে সামাল দিতে ইউরোপে এর কনটেন্টগুলোর ভিডিও কোয়ালিটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; যাতে ইন্টারনেট বর্ধিত ভোক্তাদের চাপ সামাল দিতে পারে। দুই হাজার জনকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ভোক্তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য।

৪. কেবল নেটফ্লিক্স অরিজিনাল স্পেনসার কনফিডেনশিয়াল সিনেমাটিই দেখা হয়েছে ৮ কোটি ৫০ লাখ বার। প্রামাণ্যচিত্র টাইগার কিংও দেখেছে ৬ কোটি ৪০ লাখ মানুষ। আর মানি হেইস্টের জ্বর তো নামছেই না!

৫. প্রতিদ্বন্দ্বী ডিজিনি প্লাস ও আমাজন প্রাইমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনো সবচেয়ে বেশি মানুষের ঘরে ঢুকে পড়েছে নেটফ্লিক্স। তবে নতুন কনটেন্ট কমে যাওয়ায় সামনের দিনগুলোতে এই সাবস্ক্রাইবশনের হার কমতে পারে।২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বাজেটের বড় আয়োজনের ছবি এক্সট্রাকশন। ছবি: সংগৃহীত ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বাজেটের বড় আয়োজনের ছবি এক্সট্রাকশন। ছবি: সংগৃহীত নেটফ্লিক্সের এমন চিত্রের বিপরীতে ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে ঢাকার ব্যাকড্রপে তৈরি সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বাজেটের বড় আয়োজনের ছবি এক্সট্রাকশন। কিন্তু নেটফ্লিক্সের এক্সট্রাকশনের এই ঢাকাকে চিনতে পারছে না ঢাকাবাসী, চিনতে পারছে না বাংলাদেশের মানুষ। এমনকি এই সিনেমায় বলা বাংলাকেও কানে কেমন যেন ''বিদেশি বা কলকাতার বাংলার কাছাকাছি কিছু একটা" মনে হচ্ছে।

'লাল লিপস্টিকের সমস্যাটা পিতৃতন্ত্রের", ফেসবুকে কড়া জবাব ইমনের

কলকাতা: সৌজন্যে না দিয়ে গান গাওয়ায় সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী কে নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন আর এক শিল্পী মৌসুমী ভৌমিক মৌসুমী। এক সংবাদমাধ্যমে মৌসুমী ভৌমিকের লেখা ও গাওয়া আমি শুনেছি সেদিন তুমি গানটি সম্প্রচারিত হচ্ছিল ইমন এর গলায়। কিন্তু সেখানে সৌজন্যে কোথাও আসল শিল্পীর নাম ছিল না। বরং সৌজন্যে নাম ছিল কলকাতা পুলিশের। অবশেষে মৌসুমী ভৌমিক ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, "আমার টিভি নেই, কিন্তু কাল সকাল থেকে আমাকে বন্ধুরা জানাচ্ছেন তে নাকি ইমন চক্রবর্তী সারাক্ষণ 'আমি শুনেছি সেদিন' গাইছেন। 'করোনাকে ভয় কোরো না, গানের সুরে করোনা মোকাবিলার বার্তা।' আবার শুনেছি গানের শেষে নাকি ভিক্টোরিয়ার ছবি আর 'সৌজন্যে কলকাতা পুলিশ' বলে একটা লেখা আসছে। আমার নাম অবশ্য কোথাও নেই। আর অবশ্যই কেউ আমাকে এইসব জানিয়ে করেনি। তা, ও তো দিন রাত্তির বাজছে, আমি আশপাশ থেকে শুনতে পাই, সেখানেও নিশ্চয় কারো নাম থাকে না বা কাউকে বলে গাওয়া হয় না?

দু' একজন আত্মীয় আপ্লুত হয়ে ফোন করেছেন, ইমন তোর গানটা গাইছে রে! এরকম ঘটনা ঘটলে তাও আমি বাড়িতে একটু পাত্তা পাই। নাহলে আমি যে কী করি, কেনই বা করি, এত কাল হলো, বোঝাতেই পারলাম না। এবার সত্যিই আমার বেড়ে গেল। এই গানটা অনেকটা একটা কলা গাছের মতন; পাতা থেকে কান্ড, ফুল থেকে ফল, মাথা থেকে পা, বাম থেকে ডান, হেন অংশ নেই যে ব্যবহার করা যায় না। আমি তো ত্রাসের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছি কবে বিজেপিও তুমি তুমি তুমি বলে গেয়ে উঠবে, কারণ এমোড়ে সিপিএম, ওমোড়ে তৃণমূল আর দূরে সাইডে কতিপয় নকশাল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এসব তো হয়েই চলে। এখন ইমনের কল্যাণে আমাদের জানা হয়ে গেল যে আমার এই গান করোনার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসও যোগাতে পারে। এর পর কিন্তু যাই বলুন, করোনায় মরে গেলেও আর দুঃখ থাকবে না। কিছু তো রেখে গেলাম!" যদিও দেখা যায় গানের ভিডিওটি ইউটিউবে ইমন আগেই পোস্ট করেছিলেন। এবং সেখানে সৌজন্যে হিসেবে মৌসুমী ভৌমিকের নাম রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমটি মৌসুমী ভৌমিক এর নাম ব্যবহার করেনি। এখানেই শেষ নয় মৌসুমী ভৌমিকের পোস্টের কমেন্টে অনেকেই আসল বিষয় থেকে সরে গিয়ে ইমনের লাল লিপস্টিক নিয়ে

মঙ্গলবার আগরতলায় ই-রিকস্‌া শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি ঃ নিজস্ব

দুর্যোগের মাঝেই নারদকান্ডের নজর কাড়ছে সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : নারদ মামলা নিয়ে প্রতি পরতেই নাটক। কয়েক ঘন্টায় ফের বদলে গেল চিত্র। নারদকাণ্ডে ধৃত চার নেতার জামিন আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানির উপরে স্থগিতাদেশ চেয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের দায়ের মামলা শুনতে রাজি হল দেশের শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চের দুই বিচারপতি বিনীত সারণ ও বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের এজলাসে মামলার শুনানি হবে। সোমবার সন্ধ্যায় সিবিআইয়ের আবেদনের মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শীর্ষ আদালত মামলা শুনতে রাজি হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে নারদ মামলার পরবর্তী শুনানিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। নারদ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানি রুখতে রবিবার মধ্যরাতে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই। অনলাইনের মাধ্যমে জরুরি শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। সোমবার সিবিআইয়ের আবেদনে ডজন খানেক ভুল রয়েছে বলে জানিয়ে সেই আর্জি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে নতুন করে আবেদনের পরামর্শ দেয়। কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম দিনের শুনানি শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ফের শীর্ষ আদালতে নতুন করে আবেদন জানায় সিবিআই। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন রাতেই সুপ্রিম কোর্টের মঙ্গলবারের কার্যতালিকার সূচিতে নারদ মামলার শুনানি ঠাঁই পেয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালতে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক তথা রাজনৈতিক ডিগবাজিতে পারদর্শী শোভন চট্টোপাধ্যায় কীভাবে চিকিৎসকদের উপরে চাপ তৈরি করে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন এবং কলকাতা হাইকোর্ট গৃহবন্দি রাখার নির্দেশ দেওয়ার পরেও একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। নারদ-কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৭ মে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং বিধায়ক মদন মিত্র ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে সিবিআই। ধৃতরা ওই দিন নিম্ন আদালতে জামিন পেলেও রাতে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তা বাতিল হয়ে যায়।

এরপর গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি বৃহত্তর বেঞ্চে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্তদের গৃহবন্দির নির্দেশ দেয়। ডিভিশন বেঞ্চের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রবিবার গভীর রাতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। তাদের আবেদনে একাধিক ভুল থাকায় সোমবার তা বাতিল হয়ে যায়।

ওই দিনই সন্ধ্যায় ফের আবেদন করা হয় সিবিআইয়ের তরফে। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত হয় নারদ-মামলা এবং মঙ্গলবার আদালতে ওই মামলা শুনানির দিন ধার্য হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ফিরহাদদের মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিনীত সারণ ও বিচারপতি বি আর গভায়য়ের বেঞ্চে শুনানি হবে। ফলে নারদ-মামলা ফের নতুন মোড় নিল।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলাদেশে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে মৃত এক

ঢাকা, ২৫ মে (হি. স.) : বাংলাদেশে বেনজির করোনাভাইরাসের তাণ্ডবের মাঝেই উদ্বেগ বাড়িয়ে চলেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ। ইতিমধ্যে দেশে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত দুই রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। যদিও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত হয়ে একজনের মৃত্যুর খবর জানা নেই বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন দেশের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরীন।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে দুই রোগীর সংক্রমিত ও একজনের মৃত্যুর খবরে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের বক্তব্য, 'ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। যারা বয়স্ক, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে তাদের শুধু বাড়তি সতর্ক হতে হবে।'

ঢাকার বারডেম হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ মে ৪৫ বছর বয়সী এক রোগীর শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। তার পরে করোনা থেকে সেরে ওঠা ৬৫ বছর বয়সী এক রোগীর শরীরেও ছাত্রাকজনিত রোগটি শনাক্ত হয়।

তিনদিন আগে ওই ব্যক্তি মারা যান। ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণের কারণে মৃত্যু কিনা, তা নিশ্চিত হতে মৃত রোগীর নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনা পরীক্ষার যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে মৃত রোগীর শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস সংক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বারডেম হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান শফিউল ইসলাম জিনানি এদিন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'মৃত রোগী যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন, তা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।'

দুর্বল নদীবাঁধ, ইয়াসের আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে সুন্দরবনবাসীর

গোসাবা, ২৫ মে (হি.স.): প্রায় ১২ বছর আগে ঘূর্ণিঝড় আয়লা দেখিয়ে দিয়েছিল সুন্দরবনের নদীবাঁধের করুন অবস্থা। মাঝের এতগুলি বছর সেভাবে কোনও বড় সড় ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনের বুকে আছড়ে না পড়লেও, গত বছর আমফান সুন্দরবনের একাধিক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। প্লাবিত হয়েছিল একের পর এক গ্রাম। বারে বারে দুর্বল মাটির বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হলেও এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গাতেই কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরি হয়নি। ফলে এবারও ইয়াস নামক ঘূর্ণিঝড়ের আগমনী বার্তায় কার্যত আতঙ্কিত সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন।

২০০৯ সালের ২৫ মে আয়লা সুন্দরবনের বুকে আছড়ে পড়েছিল। সেই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ধ্বংসলীলা দেখেছিল সুন্দরবনবাসী। গবাদি পশু থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন, নদীর নোনা জল ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেককিছুই। তান্ডবের পরের কয়েকটা দিন রক্ত মাংসের জীবগুলির পচা গন্ধে সুন্দরবনের বুকে নিঃশ্বাস নেওয়া দায় হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে বেশ কয়েকমাস সময় লেগেছিল। দুর্বল নদীবাঁধ আয়লার তাণ্ডবে ভেঙে পড়ায় সেবার ধ্বংস লীলা দেখেছিল সুন্দরবনবাসী। সরকারি হিসেবে প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল দুই ২৪ পরগনা মিলিয়ে। সেই নদীবাঁধ মেরামতি ও কংক্রিটের বাঁধ তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন রাজ্য সরকারকে ৫০৩২ কোটি টাকা দিয়েছিল। কেন্দ্রের ৭৫ শতাংশ ও রাজ্যের ২৫ শতাংশ খরচে নদীবাঁধ নির্মাণ হওয়ার কথা ছিল। তারজন্য এই টাকা প্রথম দফার কাজে ব্যয় করার জন্য দিয়েছিল কেন্দ্র। সেই টাকা মেলায় শুরু হয়েছিল কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরির কাজ। জমি জট কাটিয়ে যখন শক্ত পোক্ত নদীবাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় রাজ্যে ক্ষমতা বদল হয়। বামেদের সরিয়ে তৃণমূল সরকারে আসে। প্রায় ১০০০ কোটি টাকার মত খরচ করে বেশ কিছু জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ হয়েছে সুন্দরবনে। কিন্তু বাকি টাকা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকার কারণে বছর দেড়েক আগে সেই টাকা কেন্দ্রের কাছে ফেরৎ চলে যায়। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনো কাঁচা নদীবাঁধের পরিবর্তে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ হয়নি।

নদীবাঁধের বেহাল অবস্থার ফলে আমপানের সময়ও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল এলাকায়। আমপান কেটে গেলেও নতুন করে কোন কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরি হয়নি সুন্দরবনের বুকে। আমপানের পর কোনমতে মাটি দিয়ে ফের বাঁধ নির্মাণ হয়েছে। এমনিতেই পূর্ণিমা বা অমাবস্যার ভরা কটালে সুন্দরবনের অনেক জায়গাতেই বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই অবস্থায় আরও একটি বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে চলেছে সুন্দরবনের বুকে। ফলে যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। আবারও বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হবে না তো? কার্যত এই প্রশ্নই ঘুরছে সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-সহ আশপাশের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের মনে। রাঙাবেলিয়ার বাসিন্দা সুবোধ জানা, কুমিরমারির বাসিন্দা অনিন্দ্য মণ্ডলরা বলেন, "এলাকায় কংক্রিটের বাঁধের জন্য আমরা বারে বারে দরবার করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই এলাকায় কংক্রিটের বাঁধ হয়নি। তাই ঝড়ের পূর্বাভাষ শুনলেই আমাদের ভয়ে বুক কাঁপে, এই বুঝি আবার ভেসে যেতে হবে। জানিনা এভাবে কতদিন কাটাতে হবে আমাদের।" রাজ্যের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর বলেন, "এই সরকার ঠিকমতো নদীবাঁধের কাজ না করায় কেন্দ্রের টাকা ফেরৎ চলে গিয়েছে। ফলে বাসন্তী, গোসাবা সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার বহু জায়গাতেই এখনো নদীবাঁধের অবস্থা বেশ খারাপ। আমপানেও বেশ কয়েক জায়গায় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল। জানিনা এবার কি ঘটতে চলেছে।" গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, "জমি জট সহ নানা কারণে এই এলাকার সব জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ করা সম্ভব হয়নি ঠিকই, কিন্তু বহু জায়গাতে আবার কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ হয়েছে। পাশাপাশি যে এলাকায় বাঁধের অবস্থা খারাপ ছিল সেই এলাকাগুলির বাঁধ সেচ দফতর ইতিমধ্যেই মেরামতি করেছে।"

ইয়াস আতঙ্ক! বাঘেদের সুরক্ষিত রাখতে নাইলনের বেড়ায় নজরদারি বন দফতরের

গোসাবা, ২৫ মে (হি.স.): গত বছর ঘূর্ণিঝড় আমফান আছড়ে পড়েছিল সুন্দরবনের বুকে। সেবার সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার বহু জায়গাতেই নাইলনের জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঝড়ের পর তৎপরতার সঙ্গে সেই নাইলনের বেড়া বন দফতর মেরামতি করলেও বেশ কিছুদিন অসংরক্ষিত হয়ে পড়েছিল বাঘেরা। নাইলনের বেড়া না থাকায় বাঘেরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এবার সেই ঝুঁকি নিতে চায় না বন দফতর। তাই ঘূর্ণিঝড় ইয়াস সুন্দরবনের বুকে আছড়ে পড়ার সতর্কবার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই যে সমস্ত এলাকায় নাইলনের বেড়া দুর্বল হয়ে পড়েছে সুন্দরবনের সেগুলিকে দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করে দিয়েছে বন দফতর। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ উভয়েই এই মুহূর্তে প্রচুর পরিমানে বনকর্মীদের নিয়োগ করেছেন দুর্বল নাইলনের বেড়া মেরামতির জন্য। এছাড়াও ইয়াসের মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বন দফতর। বন দফতর সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই যে সমস্ত দুর্বল ও ভাঙন প্রবন এলাকায় ক্যাম্প অফিস, বিট অফিস রয়েছে যেমন জম্বু দ্বীপ, চুলকাটির জঙ্গল যেখানে বন কর্মীরা কর্মরত তাঁদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বন দফতরের সমস্ত বিট অফিস ও রেঞ্জ অফিসগুলিতে ১৫ দিনের রেশন মজুত করা হয়েছে। পাশাপাশি যাবতীয় ওষুধপত্র ও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেখানে। সমস্ত জলযানগুলিকে নিরাপদে নোঙর করা হয়েছে। সর্বদা জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখছেন বন আধিকারিকরা। সমগ্র পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে ক্যানিং ও নামখানায় বনদফতরের তরফ থেকে কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। বনকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পানীয় জলও মজুত করা হয়েছে। এছাড়া মাস্ক, স্যানিটাইজারও মজুত করা হয়েছে সমস্ত রেঞ্জ অফিস ও বিট অফিসগুলিতে। ঝড়ের পর দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্ত রেঞ্জ অফিসে বৈদ্যুতিক কড়াত, টর্চ লাইট, নাইলন নেট সারানোর সামগ্রী সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিট অফিস ও রেঞ্জ অফিসগুলিতে। এছাড়া ঝড়ের ফলে নাইলন জাল ছিঁড়ে গিয়ে যদি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পরে তাহলে দ্রুত সেই বাঘ ধরার জন্য প্রয়োজনীয় ঘুম পাড়ানি গুলি, বন্দুক এবং খাঁচা তৈরি রাখা হচ্ছে বন দফতরের তরফ থেকে। বন দফতর সূত্রের খবর, গত এক বছরে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘে মানুষে বহুবার সংঘাত ঘটেছে। সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পরে গত এক বছরে প্রায় কুড়িজন মৎস্যজীবী প্রান হারিয়েছেন। যাতে ঝড়ের দাপটে সংরক্ষিত এলাকার নাইলনের বেড়া ছিঁড়ে গেলে বাঘে ও মানুষ মুখোমুখি না হতে পারে সেই কারণে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এই নাইলনের বেড়া মেরামতির উপর। একদিকে যেমন ইতিমধ্যেই দুর্বল জাল মেরামত করা হচ্ছে তেমনি ঝড়ে জাল ছিঁড়ে গেলেও যাতে দ্রুত সেই জাল সারিয়ে ফেলা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বনকর্মীদের দাবি, ঝড়ের সময় যদি নদীতে জোয়ার থাকে তাহলে প্রচুর জলস্ফীতি হয়। জঙ্গলের অনেক গভীর পর্যন্ত জল উঠে যেতে পারে। এই পরিবেশ জঙ্গলে থাকা পশুদের কাছে অচেনা তাই নিরাপদ ও উঁচু জায়গার খোঁজে নাইলন জাল ছিঁড়ে জঙ্গল থেকে নদী সাঁতরে লোকালয়ে চলে আসতে পারে, সেই কারণেই নাইলনের বেড়া মজবুত করার উপরেই বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে বন দফতর। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অতিরিক্ত ফিল্ড ডিরেক্টর সৌমেন মণ্ডল বলেন, "ঝড়ে যাতে নাইলনের বেড়া ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সেই কারণে দুর্বল বেড়া মেরামতি করা হচ্ছে। পাশাপাশি যদি বেড়া ছিঁড়েও যায় সেই বেড়া দ্রুত মেরামতির জন্য বেশ কয়েকটি দল গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া ঝড়ের ফলে যদি জঙ্গলের পশুরা বাইরে বেরিয়ে আসে তাঁদেরকে যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় জঙ্গলে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে।"

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছেই, রেকর্ড উচ্চতায় পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): জ্বালানি তেলের চড়া দর ফের নতুন রেকর্ড গড়ল দেশে। মূল্যবৃদ্ধিতে একের পর রেকর্ড গড়তে গড়তে আরও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। মঙ্গলবার ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এদিন ২০-২৩ পয়সা পর্যন্ত বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ২৪-২৭ পয়সা পর্যন্ত বেড়েছে ডিজেলের দাম। ২২ পয়সা বৃদ্ধির পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৩.৪৯ টাকা এবং ২৫ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের দাম ৮৭.১৬ টাকাউ রাজধানী দিল্লিতে ২৩ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৩.৪৪ টাকা এবং ২৫ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের দাম ৮৪.৩২ টাকা। কলকাতা ও দিল্লির পাশাপাশি মুম্বই ও চেন্নাইতেও বেড়েছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। মুম্বইয়ে ১০০ টাকা ছুঁতে চলেছে পেট্রোলের দাম, ২২ পয়সা বৃদ্ধির পর মঙ্গলবার মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম ৯৯.৭১ টাকা এবং ২৭ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের দাম ৯১.৫৭ টাকা।

দুই বাসভবনে কালো পতাকা উত্তোলন সিধুর, কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন

অমৃতসর, ২৫ মে (হি.স.): তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশের অন্নদাতাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এবার নিজের দু"টি বাসভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করলেন পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক নভজ্যোৎ সিং সিধু। একইসঙ্গে সিধু জানালেন, "লড়াই জারি থাকবে।" কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে, মঙ্গলবার পাটিয়ালা ও অমৃতসরের বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন করেন সিধু। পরে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও আপলোড করে সিধু লিখেছেন, 'প্রতিবাদে কালো পতাকা উত্তোলন করছি...প্রত্যেক পঞ্জাবি অবশ্যই কৃষকদের সমর্থন করবেন!'

ভিডিওতে সিধুকে বলতে শোনা যায়, বিগত ২০-২৫ বছর ধরে উপার্জন কম ও ঋণ বেড়ে যাওয়ার কারণে, কৃষকরা চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। পঞ্জাবের কৃষকদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। পঞ্জাব একসঙ্গে তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লড়ছে, এই তিনটি কৃষি আইন শ্রমিকদের পেটে লাঠি মারার মতোই। সিধু আরও বলেছেন, তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার না হলে, পঞ্জাব ফের উঠে দাঁড়াতে পারবে না। কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন করেছি।যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কালো পতাকা খোলা হবে না।

মণিপুরে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ইমফল, ২৫ মে (হি.স.) : জঙ্গি ডেরায় হানা দিয়ে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আসাম রাইফেলস। মণিপুরের তামেংলং জেলায় ওই সাফল্য পেয়েছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। তবে, জঙ্গি দলের কোনও সদস্যকে গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি।

আসাম রাইফেলস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে গত ২৩ মে জঙ্গি ডেরায় অভিযান চালানো হয়েছিল। তাতে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। আসাম রাইফেলসের দাবি, একটি অত্যাধুনিক একে ৪৭, দুটি ৯ এমএম কারবাইন, একটি ৯ এমএম পিস্তল, একটি লাথর লঞ্চার এবং একটি পয়েন্ট ২২ এমএম রাইফেল উদ্ধার হয়েছে। তামেংলং জেলায় জেনারেল এ কাটাং গ্রামে একটি গোপন ঘাঁটিতে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে আতংক দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মণিপুরে জঙ্গি তৎপরতা দমনে নিরাপত্তা বাহিনী দিনরাত নজরদারি চালিয়েছে। প্রায়ই এ ধরনের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মণিপুরে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে জঙ্গি বিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। তাতে সাফল্যও আছে।

ছেলের হাতেই ব্যাটন, আরএলডি-র নতুন সভাপতি জয়ন্ত চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)-এর নতুন জাতীয় সভাপতি নিযুক্ত হলেন জয়ন্ত চৌধুরী। জয়ন্ত চৌধুরীর বাবা এবং আরএলডি-র প্রাক্তন সভাপতি অজিত সিংয়ের প্রয়াণের পর থেকেই খালি ছিল আরএলডি-র সভাপতির পদ, মঙ্গলবার বাবার স্থলাভিষিক্ত হলেন জয়ন্ত চৌধুরী। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গত ৬ মে প্রয়াত হয়েছিলেন অজিত সিং।

আরএলডি-র পক্ষ থেকে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রীয় লোক দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে আরএলডি-র জাতীয় সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন জয়ন্ত চৌধুরী। এর আগে আরএলডি সহ-সভাপতি ছিলেন ৪২ বছর বয়সী জয়ন্ত চৌধুরী। আরএলডি এদিন বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'কার্যনির্বাহী বৈঠকে, দলের সাধারণ সম্পাদক ত্রিলোক ত্যাগী জয়ন্তের নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন প্রাক্তন সাংসদ এবং জাতীয় সাধারণ সম্পাদক মুন্সীরাম পাল, পরে সকলেই সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন।' এদিন আরএলডি সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর দলের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জয়ন্ত চৌধুরী।

সর্বাগ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের টিকা, তারপরই পরীক্ষা : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ২৫ মে (হি.স.): বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে টিকা দিতে হবে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের, মঙ্গলবার এমনই দাবি জানাল সমাজবাদী পার্টি। সপা-র সভাপতি অখিলেশ যাদব জানালেন, 'সর্বাগ্রে টিকা, তারপরই পরীক্ষা।' করোনার জন্য উত্তর প্রদেশের পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা, বেশ কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষাও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে উত্তর প্রদেশ সরকার। এমতাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার দাবি জানান সমাজবাদী পার্টি। সপা প্রেসিডেন্ট অখিলেশ যাদব মঙ্গলবার টুইট করে লিখেছেন, 'প্রথমে টিকা, তারপরই পরীক্ষা।' এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য টিকার দাবি জানিয়ে সমাজবাদী পার্টির এমএলসি উদয়বীর সিং জানিয়েছেন, 'পড়ুয়াদের জীবন নিয়ে খেলা করা উচিত নয় কেন্দ্রীয় সরকারের।'

বুদ্ধদেবের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার আচমকাই অবনতি হল। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাই করোনা-আক্রান্ত বুদ্ধদেবকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। বুদ্ধদেবের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা নেমে গিয়েছে ৮০-র কাছাকাছি, নিঃশ্বাসে সমস্যা হচ্ছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজে থেকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছিলেন না। তাই হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা, সেই মতো পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়ি থেকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বুদ্ধদেবকে।

গত ১৮ মে কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল বুদ্ধদেবের। করোনা-আক্রান্ত হন তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যও। বুদ্ধদেবের বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল। সোমবারই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মীরা। বুদ্ধদেব ভালোই ছিলেন, কিন্তু সোমবার রাত থেকেই বুদ্ধদেবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা নেমে যায় ৮০-র কাছাকাছি। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালের ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। সেই মতো বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বুদ্ধদেবের বাড়িতে পৌঁছে যায় অ্যাম্বুল্যান্স। দুপুর বারোটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তীর অধীনে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে। বুদ্ধদেবকে আইসিইউ-তে রাখা হতে পারে।

মহারাষ্ট্রের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের চিকিৎসা : টোপে

মুম্বই, ২৫ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যেই চিকিৎসা পাবেন ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত রোগীরা। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের জনগণকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আক্রান্ত রোগীরা সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যেই চিকিৎসা পাবেন।'

মহারাষ্ট্রে কোভিডের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমছে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রে বর্তমানে পজিটিভিটি রেট ১২ শতাংশ। সুস্থতার হার ৯৩ শতাংশ। রাজ্যে এই মুহূর্তে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ২৪৫।'

ফের রাজ্যপালকে তোপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৫ মে (হি. স.) : ফের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় রাজ্যপাল। এবার কোকেন কাণ্ডে ধৃত রাকেশ সিংয়ের সঙ্গে ধনকরের একটি ছবি টুইট করে তীব্র কটাক্ষও করেছেন কল্যাণ।

ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, খোশমেজাজে একসঙ্গে বসে রয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ও কোকেন কাণ্ডে ধৃত বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। ছবির ক্যাপশানে লেখা, "কোকেন পাচারকারীর সঙ্গে মাননীয় রাজ্যপাল। রাকেশ সিংয়ের উন্নতি নাকি রাজ্যপাল পদমর্যাদার অবনতি? থু বিজেপি!" টুইটটিতে বহু মানুষ রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপিকে।

নারদ কাণ্ডে চার হেভিওয়েটের গ্রেফতারির নেপথ্যেও রাজ্যপাল রয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে 'রক্তচোষা' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই ভিডিও টুইট করে পালটা দিয়েছিলেন ধনকর। লিখেছিলেন, "আমি স্তম্ভিত।"

প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বারবার রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন ধনকর। রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, রাজ্যপাল বিজেপির হয়ে কথা বলেন। পক্ষপাতিত্ব করেন। সেসবকে গুরুত্ব না দিয়ে বারবার রাজ্যের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে ধনকরকে। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও রাজ্যকে আক্রমণ করেছেন তিনি। পালটা দিয়েছে রাজ্যও। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত ইয়াস, প্রবল বৃষ্টি চাঁদিপুর ও দিঘায়

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.): স্থলভাগ থেকে ক্রমেই দূরত্ব কমছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের। শক্তি বাড়িয়ে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে "ইয়াস"। মঙ্গলবার সকাল ৫.৩০ মিনিটে ইয়াসের অবস্থান ছিল পারাদ্বীপ থেকে ৩২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে, ওই সময়ে ইয়াসের অবস্থান ছিল ওডিশার বালেশ্বর থেকে ৪৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে। আরও শক্তি বাড়িয়ে ধীরে ধীরে উত্তর-উত্তর পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ২৬ মে দুপুরে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে উত্তর ওডিশা উপকূল অতিক্রম করবে ইয়াস। অর্থাৎ বুধবার দুপুরেই অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় রূপে ওডিশার পারাদ্বীপ ও পশ্চিমবঙ্গের দিঘার মধ্যে ওডিশার বালেশ্বরের কাছ দিয়েই ইয়াস অতিক্রম করবে।

ইয়াসের প্রভাবে সোমবার থেকেই বৃষ্টি চলছে ওডিশা ও পশ্চিমবঙ্গের। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টিপাত হয় ওডিশার চাঁদিপুরে, ভুবনেশ্বরে। ভারী বৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দিঘাতেও। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হতে পারে ওডিশার বালেশ্বর, তাই মঙ্গলবারও বালেশ্বর থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মানুষজনকে। ইয়াসের প্রভাবে লন্ডভন্ড হতে পারে পশ্চিমবঙ্গও। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলি অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার বনমালীপুর এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে পাইলস অক্সিমিটার দেওয়া হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ওডিশা-অন্ধ্র সীমান্তে ডুবে গেল দু'টি নৌকা, নিখোঁজ ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিক

মালকানগিরি, ২৫ মে (হি.স.): ওডিশার মালকানগিরি জেলায় ওডিশা-অন্ধ্রপ্রদেশ সীমান্তে সেলেরু নদীতে ডুবে গেল দু'টি নৌকা। দু'টি নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছে একজনের, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৭ জনের। প্রত্যেকেই পরিযায়ী শ্রমিক। তেলেঙ্গানায় কাজ শেষে দু'টি নৌকায় চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। মঙ্গলবার মালকানগিরি জেলার চিত্রকোন্ডা থানা এলাকায় সেলেরু নদীতে দু'টি নৌকা ডুবে যায়।প্রথমে একটি নৌকা নদীতে ডুবে যায়, তখন সেই নৌকা থেকে অনেকেই অপর নৌকায় উঠে পড়েন। মাত্রাতিরিক্ত ওজনের কারণে ওই নৌকাটিও ডুবে যায়। সাঁতরে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন ৩ জন, একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৭ জনের। নদীতে চলছে তল্লাশি। বিশাখাপত্তনমের এসপি বি ভি কৃষ্ণ রাও বলেছেন, 'মঙ্গলবার ওডিশা-অন্ধ্রপ্রদেশ সীমান্তে সেলেরু নদীতে ডুবে যায় দু'টি নৌকা। একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং নিখোঁজ ৭ জন।'

ব্রাজিলে কোভিডে আক্রান্ত ৩৭,৫৬৩ জন, ৮৪১ বেড়ে মৃত্যু ৪.৫০-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ২৫ মে (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, আগের দিনের তুলনায় কিছুটা কমল মৃত্যুর সংখ্যাও। সোমবার সারাদিনে ব্রাজিলে কোভিড-আক্রান্ত ৮৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭,৫৬৩ জন। ব্রাজিলে সুস্থতাও বাড়ছে, এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ১৪,৫৫২,০২৪ জন। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৭,৫৬৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৬,১২১,১৩৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪,৫৫২,০২৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১,১৯, ০৮৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে ৮৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ০২৬-তে পৌঁছেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইয়াসের আগেই টর্নেডোতে কেঁপে উঠল হালিশহর, ঘটনাস্থলে লকেট

কলকাতা, ২৫ মে (হি.স.) : ইয়াস আসার আগেই মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা টর্নেডো-র কবলে পড়ল হুগলির হালিশহর। মাত্র ২-৩ মিনিটের সেই ঝড়ে বহু দোকান ও বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। ব্যান্ডেল চার্চ এলাকায় বহু দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাণ্ডুয়ায় বজ্রাঘাতে ২ জনের মৃত্যুও হয়েছে।

ইয়াস আসার প্রায় ২৪ ঘন্টা আগে কী করে এরকম দুর্যোগ হল? ঘূর্ণঝড় যেখানে উপকূল থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে, সেখানে এ রকম দুর্যোগ কি স্বাভাবিক? এই প্রশ্নের উত্তরে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা স্বাভাবিক না হলেও অস্বাভাবিক নয়। ইয়াসের জেরেই এটা হয়েছে। অতি সামান্য সময় স্থায়ী হয়েছিল এই টর্নেডো। তীব্রতা বেশি থাকায় অস্থায়ী কিছু কাঠামোর ক্ষতি সয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে আচমকাই ব্যান্ডেল চার্চের মাথার দেখা গেল "ঘূর্ণিঝড়"। আকাশ কালো করে ধেয়ে আসতে দেখা গেল ঝড়।। মুহূর্তের তাণ্ডবে কার্যত ধ্বংসলীলা চালালো ব্যান্ডেল চার্চ সংলগ্ন এই এলাকায়। চার্চের পাশের দোকানগুলির চাল ভেঙে উড়ে গিয়ে পড়ে পাশের খালে। এলাকার বেশ কিছু বাড়ির টিনের চাল হাওয়ায় ঘুড়ির মতো উড়ে যায়। ৮টি বড় বড় গাছ ও একটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। তবে স্টেশন ও অন্য এলাকায় ঝড়ো হাওয়ার প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি। হালিশহরের মতো এলাকায় টর্নেডো প্রভাব ফেলে আতঙ্কে বাসিন্দারা।

ব্যান্ডেলে গঙ্গার তীরবর্তী বিভিন্ন কল-করাখানারও ক্ষতি হয়। পাণ্ডুয়ার হড়াল দাসপুরে ২২ বছরের মাঝির মৃত্যু হয়। ঝড়ের সময় তিনি বাড়ির বাইরে ছিলেন। অন্যদিকে পাণ্ডুয়ারই দ্বারবাসিনী পঞ্চায়েতের আটপালা গ্রামের বাসিন্দা ৪০ বছর বয়সী স্বপন বাউল দাস মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাণ।

এদিন বিকেলে ঘটনাস্থলে যান হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "ব্যান্ডেল চার্চ সংলগ্ন খালের পাশের দোকানগুলি এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভেঙে পড়ে।" ১নং গান্ধী কলোনি, ব্যান্ডেলে মানুষের সাথে তাদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কথা বলেন। ব্যান্ডেল চার্চ সংলগ্ন খালের পাশে যেই দোকানগুলো ছিল, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সব পড়ে যায় খালে। সেই এলাকার দোকানদারের সাথে তাদের সমস্যা তিনি শোনেন।

প্রয়াত পাথারকান্দির লঙ্গাই সমবায় সমিতির প্রাক্তন সচিব পঙ্কজলাল ঘোষ

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লকের অধীন লঙ্গাই সমবায় সমিতির প্রাক্তন সচিব তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী পঙ্কজলাল ঘোষ (কাজল) আর নেই। আজ মঙ্গলবার ভোর সোয়া পাঁচটা নাগাদ ইচাবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিজ তেজপুর গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষ নিধশ্বাস ত্যাপগ করেছেন পঙ্কজলাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, চার কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ। আজই প্রয়াতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

খুবই মেধাবি ব্য ক্তি ছিলেন পঙ্কজলাল ঘোষ। ছাত্রজীবনে কটামণি মক্তব থেকে তাঁর হাতেখড়ি শুরু হয়। পরে নিলামবাজারে মামার বাড়িতে চলে যান। সেখানে স্বামী বিরজানন্দ হাইস্কুলে ভরতি হন। তার পর ফের নিজের বাড়িতে এসে স্থানীয় ইচাবিল এইচএস স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্য মিক পাশ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৭৭ সালে। লঙ্গাই সমবায় সমিতির সেলস ম্যানেজার হিসেবে কাজে যোগ দেন ওই সালে। এলাকার সব মানুষের কাছে প্রয়াত পঙ্কজলাল ঘোষ কাজলদা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবে সমাজে তাঁর বহু অবদান রয়েছে। কটামণি কালীবাড়ি মন্দিরের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবরে গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কাতারে কাতারে মানুষ আজ তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রয়াতকে। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালা, লোয়াইরপোয়া ব্লক মণ্ডল বিজেপি সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি, লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যাসর প্রতিনিধি অমিতাভ দে, লঙ্গাই সমবায় সমিতির সভাপতি হাজি আফতাব উদ্দিন, প্রাক্তন সেলসম্যান হাজি মেহরাব আলি, জেলা আমসু-র সহ-সভাপতি মওলানা বদরুল ইসলাম প্রমুখ বহুজন।

করোনা কারফিউ

● প্রথম পাতার পর

এবং নগর সংস্থার মতোই সমস্ত বিধিনিষেধ কার্যকর হবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরাবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আজ রাতেই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। তবে, করোনা-কারফিউয়ের কারণে গরীব মানুষের আর্থিক সহায়তায় ৭ লক্ষ পরিবারের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক খাতায় ১০০০ টাকা করে পাঠাবে ত্রিপুরা সরকার। তাতে, রাজ্যের কোষাগার থেকে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে, বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর দাবি, করোনাকালে গরিবের জন্য কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, অন্ত্যোদয়, প্রাইরোটি গ্রুপ এবং গরিব এপিএল পরিবারগুলিকে ওই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ত্রিপুরায় প্রায় ৯ লক্ষ ২৯ হাজার পরিবার রয়েছে। তাদের মধ্যে ৬ লক্ষ ১৩ হাজারের অধিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাবের ইউটিউবার পারস সিং

● প্রথম পাতার পর

ধরনের মানসিকতা ভারতের একতার জন্য বিপজ্জনক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলগুলিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য কঠোর বার্তা দিয়েছেন।

এদিকে, ইউটিউবার পারস সিঙের ভিডিওকে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু সহ মণিপুর এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীও তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। এছাড়া গোটা উত্তরপূর্ব জুড়ে পারসের ভিডিওকে ঘিরে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যান্টিগায় নিখোঁজ মেহুল চোক্সী, পালাতে পারেন কিউবাতে

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): বছর তিনেক হল ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন, এবার অ্যান্টিগা থেকেও নিখোঁজ ১৪ হাজার কোটি টাকার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত শিল্পপতি মেহুল চোক্সী। চোক্সীর আইনজীবী বিজয় অগরওয়ালও নিজের মক্কেলের হদিশ দিতে পারেননি। মঙ্গলবার সকালে তিনি জানান, পরিবারের কেউ জানেন না, চোক্সী কোথায়। পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন। অ্যান্টিগা পুলিশ তাঁকে খুঁজে চলেছে। মনে করা হচ্ছে, কিউবা পালিয়ে যেতে পারেন নীরবের কাকা মেহুল। ১৪ হাজার কোটি টাকার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি কাণ্ডে অভিযুক্ত হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোক্সী এবং তাঁর ভাগ্নে নীরব মোদী। গোয়েন্দারা কিছু করে ওঠার আগেই ২০১৮ সালে দেশ ছেড়ে পালান তাঁরা। তার পর অ্যান্টিগায় আশ্রয় নেন চোক্সী। নীরব আশ্রয় নেন ব্রিটেনে। অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব রয়েছে চোক্সীর। স্থানীয় সময় রবিবার বিকেল সওয়া ৫টায় বিশেষ কারও সঙ্গে নৈশভোজ সারতে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মেহুল। তার পর রাত গড়িয়ে গেলেও ফেরেননি। খোঁজাখুঁজি শুরু হলে গভীর রাতে গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। চোক্সীর কোনও হদিশ মেলেনি। পলাতক শিল্পপতির ঘনিষ্ঠদেরই একাংশের ধারণা, ভারতে প্রত্যর্পণ ঘিরে টানাপড়েনের জেরে তিনি কিউবায় পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন। কারণ সেখানেও সম্পত্তি রয়েছে তাঁর।

কোভিডে আরও ৩২৫ জনের মৃত্যু, আমেরিকায় সংক্রমিত ২০-হাজার ছুঁইছুঁই

ওয়াশিংটন, ২৫ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের আগ্রাসন কমেই চলেছে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩২৫ জন রোগীর। আমেরিকায় সোমবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,৮৬৬ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৯২২,৯৩৭-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩২৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০৪ হাজার ৪১৬ জনের।

বিগত কয়েকদিন ধরে আমেরিকায় দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার হার, একইসঙ্গে দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যাও নিম্নমুখী। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল। সোমবার সারাদিনে আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৩২৫ জনের। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৮৬৬ জন, যা আগের দিনের তুলনায় বেশি। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৯২২,৯৩৭-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,৫৬৩,৯৩০ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৭৫৪,৫৯১ জন।

গেছে বিদ্যুৎকর্মীর দেহ

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার বেলা প্রাষ একটা নাগাদ মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন নুনাছড়া এডিসি ভিলিজের প্রজা বাহাদুর মলসমপাড়ায় বজ্রপাতে আহত হন। কয়েকজন উপজাতি যুবক প্রতিদিনের মতো এদিনও নুনাছড়া এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সারাইয়ের কাজে গিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ সংযোজন ছিন্ন করে প্রত্যেকে যার যার কাজে হাত দেন। বৈদ্যুতিক খুঁটির ওপর ওঠে কাজ করছিলেন মহামণি দেববর্মা। তখনই হঠাৎ বজ্রপাত হয়। বজ্রাঘাতে বৈদ্যুতিক খুঁটির ওপর থেকে মাটিতে পড়ে যান তিনি। অন্যান্য শ্রমিকরা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন, তাঁর দেহের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ঝলসে গেছে। মহামণি বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ কার্যকর করতে যেসব বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

কনটেইনমেন্ট জোন কার্যকর করার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ও যান এবং স্বাস্থ্য সহ জরুরি পরিষেবার কাজে যুক্ত ব্যক্তি ও যান ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা যান কনটেইনমেন্ট জোনে প্রবেশ বা কনটেইনমেন্ট জোন থেকে বাইরে যেতে পারবে না।

কনটেইনমেন্ট জোনে বসবাসকারী সমস্ত ব্যক্তি এবং বাইরে থেকে যারা কনটেইনমেন্ট জোনে ঢুকবেন তারা মাস্ক পরিধান করবেন।

মুদির দোকান, ঔষধ ও ডেয়ারির দোকান ছাড়া কনটেইনমেন্ট জোনের বাকি সমস্ত দোকান, প্রতিষ্ঠান, পার্ক ইত্যাদি বন্ধ থাকবে।

উল্লিখিত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। শুধুমাত্র কনটেইনমেন্ট এলাকার দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তারা বেরোতে পারবেন।

কনটেইনমেন্ট এলাকায় দুই বা ততোধিক লোকের জমায়েত হতে পারবে না। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কনটেইনমেন্ট এলাকার আসা যাওয়ার পয়েন্ট (নাকা পয়েন্ট) কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করবেন। তিনি নজর রাখবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের চলাচল যেন শুধুমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য হয়। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যারিকেড ও পুলিশ মোতায়েন করবেন।

কনটেইনমেন্ট জোনে জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের আই ডি দেখেই প্রবেশ পয়েন্টে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা এলাকায় ঢুকতে দেবেন।

কনটেইনমেন্ট জোনে একমাত্র নির্দিষ্ট সরবরাহকারীরাই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করবেন।

সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক এবং বিডিও কনটেইনমেন্ট জোনের নিয়মিত স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করবেন।

কনটেইনমেন্ট জোনের প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্য এবং আই এল আই / এ আর আই লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি এবং সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ব্যক্তির টেস্টিং বাধ্যতামূলক।

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পানীয় জল স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর ট্যাঙ্কার দিয়ে জল সরবরাহ করবে।

টি এস ই সি এল নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সারাই কাজের টিমকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে।

পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কনটেইনমেন্ট জোনে যেন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালন হয় তা সুনিশ্চিত করবেন।

জিরানীয়ার মহকুমা শাসক ব্যারিকেড / চেক পয়েন্ট, প্রয়োজনীয় শেড ইত্যাদি তৈরি করবেন যাতে কনটেইনমেন্ট জোন সঠিকভাবে কার্যকর হয়।

এই আদেশ ২৭-৫-২০২১-এর সকাল ৫টা থেকে ০৬-৬-২০২১-এর সকাল ৫টা পযর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

সংখ্যা, স্বস্তি সুস্থতায়

● প্রথম পাতার পরম

করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। কারণ দৈনিক সুস্থতার সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৬৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭,৩৩৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪৭,২৯৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৯,৪৩১ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৩৭ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৩.৪৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ০.৯৯ শতাংশ। নতুন করে তিনজনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৭০ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৭১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৭৯ জন, গোমতি জেলায় ৪৯ জন, ধলাই জেলায় ৩৩ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৫৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ৮৯ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

নিখোঁজ বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য শীতলকুচিতে

কোচবিহার, ২৫ মে (হি. স.) : নিখোঁজ বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারের শীতলকুচিতে। নিহতের নাম ধীরেন বর্মন। সোমবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিল ধীরেন। রাতে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় কে বা কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গেছে, শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের শীতলকুচি গ্রামপঞ্চায়েতের ২৩৪ নম্বর বুথ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ধীরেন বর্মন। তাঁর পরিবারের দাবি, বিজেপি কর্মী ছিলেন তিনি। সোমবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর ফেরেননি তিনি। পরিবারের লোকজন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোনও হদিশই পাওয়া যায়নি ধীরেনের। এরপর রাতে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে শুনশান একটি বাঁশ বাগানের ভিতর থেকে ধীরেন বর্মনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গোপনাঙ্গেও আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

৩৩.২৫-কোটির উর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা, ভারতে সুস্থতা বেড়ে ৮৯.২৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): ভারতে ৩৩.২৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ মে সারা দিনে ভারতে ২০,৫৮,১১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৩,২৫, ৯৪,১৭৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৫৮,১১২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪২৭ জন।

ভারতে লাগাতার কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,৩৩,৯৩৪। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,২৬,৮৫০ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,০৭,২৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৫১১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৪০,৫৪, ৮৬১ জন (৮৯.২৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২৫,৮৬,৭৮২ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৯.৬০ শতাংশ)।

সংক্রমণ উর্ধ্বমুখী

● প্রথম পাতার পর

কোভিডের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি এবং এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে তিনি ৮টি রাজ্যের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। মহামারি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সব রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর — পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে হাসপাতালের শয্যা ও অক্সিজেনের মজুতের বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মন্ত্রক এবং উত্তর — পূর্বাঞ্চল পরিষদ কোভিড সংক্রান্ত পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য সক্রিয়। তিনি জানিয়েছেন, ৮টি রাজ্যের সবকটিতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট গড়ে তোলার জন্য জাপান ও ইউএনডিপি সাহায্য করছে।

তিনি আরো বলেছেন, যেভাবে কোভিড — ১৯ মহামারির প্রথম পর্যায়ে ৮টি রাজ্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল, তা সারা দেশের কাছে অনুকরণীয় ছিল। কিন্তু কোভিড — ১৯ এর দ্বিতীয় পর্বে গত বছরের তুলনায় এবছর এই অঞ্চলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সংক্রমণের হার ও মৃত্যুর হার কমানোর জন্য আগামী সপ্তাহের মধ্যে পদস্থ আধিকারিকদের একটি সুসংহত পরিকল্পনা তৈরির তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা

● প্রথম পাতার পর

পূজার্চনা করা হবে। সীমিত সংখ্যক ভক্ত পূজার্চনায় সামিল হবেন।বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বুদ্ধপূর্ণিমায় বাড়িতেই পূজার্চনা শামিল হতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বেনুবন বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষু ভান্তে অক্ষয় আনন্দ জানান, জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ধান ক্রয়ে সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

ধান ক্রয় করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই ধান ক্রয়ে কৃষকদের হাতে গেছে ১০৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। তাতে রাজ্যের কোষাগার থেকে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

এদিন তিনি জানান, প্রথমে ১৭.৫০ টাকা প্রতি কেজি, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৮.১৫ টাকা প্রতি কেজি এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৮.৬৮ টাকা প্রতি কেজি দরে ধান ক্রয় করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ক্রমশ বেড়েছে। সে মোতাবেক আরও ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি বলেন, আজ মন্ত্রিসভা ওই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। তাতে, কৃষকদের ঘরে পৌঁছবে ৩৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা এবং রাজ্যের কোষাগার থেকে ব্যয় হবে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

বাড়ি ও মন্দির

● প্রথম পাতার পর

জিনিসপত্র,আসবাবপত্র কিছুই বাঁচাতে পারেনি। অগ্নিকাণ্ডের খবর দমকল বাহিনীকে পাঠানো হলেও রাস্তার দু''পাশে যানবাহন পার্কিং করে রাখার কারণে ঘটনাস্থলে দ্রুত গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে পারেনি দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। ফলে অগ্নিকাণ্ডে কিশোর দেববর্মার বাড়িতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাস্তার পাশে যারা গাড়ি পার্কিং করে তাদের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এধরনের বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে প্রশাসন কর্তারা কঠোর ব্যবসথা গ্রহণ করে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়। কারণ এভাবে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিং করে রাখার কারণেই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছাতে সময় বেশী লেগেছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা না গেলেও নাশকতার বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউই। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বরাবরের মতোই ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

বেসরকারীকরণ

● প্রথম পাতার পর

সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের জন্য টিকা উৎপাদনে দেশের শুধু দুটি বে-সরকারি সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং এত তীব্র সমালোচনার পরও মোদী সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে ন্যূনতম উদ্যোগও নেয়নি। আর এখন বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার কোভিড মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার দায়িত্ব পালন না করে বে-সরকারি সংস্থাকে চড়া মূল্যে পেইড কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলার অনুমোদন দিল বলে মনে করে সিপিএম, এটা অমানবিক। সরকারের নিজ দায়িত্ব এড়াবার মতো নির্লজ্জ ঘটনা বলে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী দল।

প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন

● আটের পাতার পর

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন জানিয়েছেন, দূতাবাস সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ার সেনাও আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেরিস পেইন যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, ২৮ মে আমরা দূতাবাস ভবন বন্ধ করে দেব। তবে পরিস্থিতি অনুকূল হলেই কাবুলে আমরা ফের দূতাবাস চালু করব। অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, সাময়িকভাবে দূতাবাস বন্ধ থাকলেও আফগানিস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কোনও অবনতি হবে না।

ক্রীড়াঙ্গন

শিশুকে বাঁচাতে প্রয়োজন বিশ্বের সবচেয়ে দামি ওষুধ, সাহায্যের হাত বাড়ালেন বিরাট-অনুষ্কা

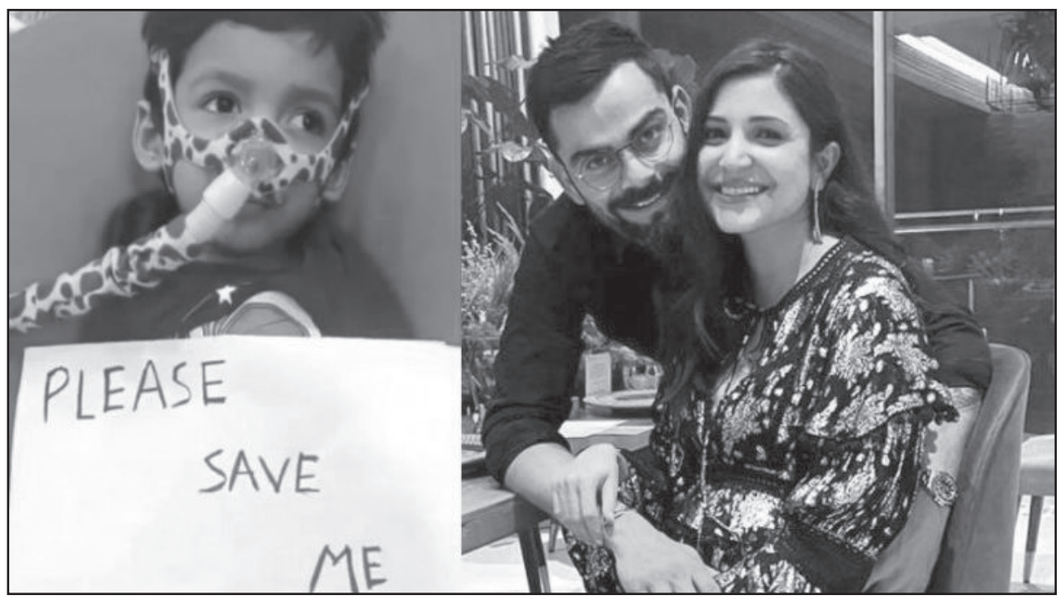

নয়াদিল্লি, ২৫ মে : করোনার সময় ত্রাণ সংগ্রহে নেমে তুলেছিলেন ১১ কোটি টাকা। এবারে লক্ষ্যমাত্রা ছিল একটু বেশি। বিরল রোগে আক্রান্ত শিশু আয়াংশ গুপ্তাকে বাঁচাতে প্রয়োজন ছিল ১৬ কোটি টাকা। সেই ১৬ কোটির লক্ষ্যমাত্রাতে পৌছাতেও আয়াংশের বাবা-মাকে সাহায্য করলেন বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মা। অবশ্য তাঁরা একা নন। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন রাজকুমার রাও, সারা আলি খান থেকে শুরু করে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের মতো সেলিব্রিটিরাও। স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোপি। বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট আয়াংশ গুপ্তা। বেঁচে থাকতে গেলে জোলগেনসমা নামের ওষুধ প্রয়োজন তার। এটিই নাকি বিশ্বের সবচেয়ে দামি ওষুধ। দাম ১৬ কোটি টাকা! কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়াংশের বাবা-মা সবাইকে অনুরোধ করেন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে। ছোট্ট শিশুটিকে বাঁচাতে তাঁদের সাহায্য করতে। টুইটারে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন তাঁরা। সেই হ্যান্ডেল থেকে হওয়া পোস্ট দেখার পরই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তারকা দম্পতি। সাহায্য করেন সারা আলি খান, অর্জুন কাপুর, রাজকুমার রাও, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়রাও। তারকারা নিজেদের মতো অনুদান করার পাশাপাশি সমর্থকদেরও অনুরোধ করেন ছোট্ট আয়াংশকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।তারকাদের অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন নেটিজেনরা। লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। আয়াংশের জন্য ১৬ কোটি টাকা তুলে ফেলেছেন তাঁর বাবা-মা। যারা যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার নাম। তাঁরা বলছেন,''কখনও ভাবিনি এত সুন্দরভাবে আয়াংশকে বাঁচানোর জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের ১৬ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যপুরণ হয়েছে। আপনাদের মহানতার জন্য ধন্যবাদ। বিরাট এবং অনুষ্কা, অনুরাগী হিসেবে আমরা শুরু থেকেই আপনাদের ভালবাসি। কিন্তু আপনারা আয়াংশের জন্য যা করেছেন তা প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশি। এই মহানতার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা একটা ছক্কা হাঁকিয়ে জীবনের ম্যাচে আয়াংশকে জিতিয়ে দিলেন। এই সাহায্যের জন্য সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।''

ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত চলছে, রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত সুশীল কুমার

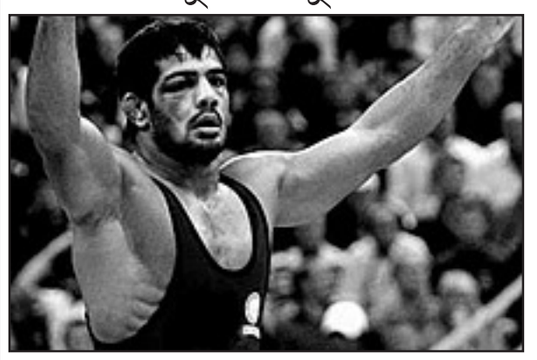

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগির সুশীল কুমারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল উত্তর রেল। সুশীল কুমারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত চলছে, তাই সুশীল কুমারকে রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর রেলের সিপিআরও জানিয়েছেন, উত্তর রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সুশীল কুমারকে, যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত চলছে।

দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী সুশীল কুমারকে ৬ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রোহিনী আদালত। গত রবিবার ভোররাতে পশ্চিম দিল্লির মুন্ডকা থেকে সুশীলকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লির পুলিশের বিশেষ শাখা। তরুণ কুস্তিগীর সাগর রানা হত্যাকাণ্ডের দিন ছত্রসাল স্টেডিয়ামে হাজির থাকার কথা স্বীকার করেছে সুশীল কুমার।

বিরাট কোহলির থেকে বেশি বেতন পান জো রুট

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির থেকে বেশি বেতন পান ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়ক জো রুট। ইনসেনটিভস এবং অন্যান্য সব কিছু ধরলেও বেতনের দিক থেকে জো রুটের পরে রয়েছেন বিরাট কোহলি। জো রুট ছাড়াও জোফ্রা আর্চারও বিরাটের চেয়ে বেশি বেতন পান। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি হলেন বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেটার। কিন্তু তাঁকেও ছাপিয়ে গেছেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়ক জো রুট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি ভিন্ন। যার ফলে বিরাট ও রুটদের পারিশ্রমিকও আলাদা। বিরাট কোহলি বিসিসিআইয়ের গ্রেড এ প্লাস চুক্তির তালিকায় রয়েছেন। সেখানে ভারত অধিনায়ক বেতন পান ৭ কোটি টাকা। অপরদিকে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের টেস্ট ক্রিকেটারদের চুক্তিতে রুট পান ৭.২২ কোটি টাকা। এখানেই বিরাটকে টপকে গেছেন রুট। তবে শুধু রুট নয়, ইংল্যান্ডের তারকা পেসার জোফ্রা আর্চারও বিরাটের থেকে বেশি বেতন পান। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ফোর্বসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় বিরাট কোহলি একমাত্র ক্রিকেটার ছিলেন। ফোর্বসের যে ১০০ জন ধোনি ক্রীড়াবিদ রয়েছেন, তার মধ্যে বিরাট কোহলি ৬৬ নম্বরে রয়েছেন। তাঁর বার্ষিক উপার্জন প্রায় ১৯৬ কোটি টাকা। শুধু বিসিসিআইয়ের থেকে বেতন নয়, কোহলি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৭ কোটি টাকার চুক্তি রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন থেকেও বিপুল অর্থ পান ভিকে। তাই বিশ্বের ধনী ক্রিকেটারের তালিকায় অন্যতম ব্যক্তি কিন্তু অবশ্যই বিরাট কোহলি।

সেপ্টেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতেই বসতে পারে আইপিএলের বাকি আসর

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.) : সেপ্টেম্বরেই ফের বসতে চলেছে ভারতের গ্রীষ্মকালীন ক্রিকেট উৎসবের আসর। খবর অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের ১৮ বা ১৯ তারিখ নাগাদ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতেই বসতে পারে আইপিএলের আসর, যা শেষ হবে অক্টোবরের ৯ বা ১০ তারিখ। তিন সপ্তাহের টুর্নামেন্টে প্রায় ১০টি ডবল হেডার করার চিন্তাভাবনা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআইয়ের তরফে।

বিসিসিআইয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, 'বিসিসিআই সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলেছে এবং সম্ভবত ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে টুর্নামেন্টটি পুনরায় চালু হতে পারে। ১৮ তারিখ শনিবার ও ১৯ তারিখ রবিবার হওয়ায়, সপ্তাহান্তেই টুর্নামেন্ট শুরু করতে চায় বোর্ড। সেইভাবেই অক্টোবরের ৯ ও ১০ তারিখ সপ্তাহের শেষ হওয়ায় ওই তারিখেই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার চিন্তাভাবনা চলছে। ১০টা ডবল হেডার ও চারটে প্রধান ম্যাচ (দু''টো কোয়ালিফায়ার, একটি এলিমিনেটর ও ফাইনাল) সহ মোট আটটি সন্ধ্যাবেলার ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।'

এক ফ্রাঞ্চাইজি কর্মকর্তাও বিসিসিআইয়ের সঙ্গে এমন কর্থাবার্তা হওয়ার কথা স্বীকার করে নেন। সেই কর্মকর্তা জানান, 'বিসিসিআইয়ের তরফে আমাদের টুর্নামেন্টের জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। সম্ভাব্য তারিখ হিসাবে আমাদের ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের কথাই বলা হয়েছে।' এই সূচি অনুযায়ী ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা ইংল্যান্ড সফর থেকে সোজা আইপিএল খেলতে যাবেন। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে দুবাইগামী চাটার্ড বিমানে তাঁদের সাথে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররাও থাকবেন।

—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাংলাদেশে জৈব সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড

কলম্বো, ২৫ মে (হি.স.): শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের তরফ থেকে বাংলাদেশের জৈব সুরক্ষা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে। কারন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সফররত শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররাও যে হোটেলে আছেন, সেই একই হোটেলে আছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও। শুধু তাই নয় সেখানে সাধারণ মানুষদের প্রবেশে কোনও বাধা নিষেধ মানা হচ্ছে না। ফলে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য নিয়ে ভয় পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যে চলচে খেলাধুলা। তবে তা করোনা বিধি মেনে জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে। তবে বাংলাদেশে নিজেদের দলের জৈব সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশে সাদা বলের সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগেই শ্রীলঙ্কা দলের দুই ক্রিকেটার ইসুরু উদানা, শিরান ফার্নান্ডো সহ দলের বোলিং কোচ চামিন্দা ভাসের কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ পাওয়া যায়। পরে অবশ্য তিন জনের মধ্যে দু'জনের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। তবু শিরান ফার্নান্ডোর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। জানা গিয়েছে, এই রকম কোভিড পরিস্থিতিতে ক্রিকেটাররা যে হোটেলে রয়েছেন, সেই হোটেলের কফি শপ ও রেস্টুরেন্ট সাধারণ মানুষদের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। বাইরের সাধারণ মানুষ এখানে অবাধে আসতে পারেন। ফলে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য নিয়ে ভয় পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।

সূত্রের খবর শ্রীলঙ্কার এক কর্তা জানিয়েছেন, 'আয়োজক এবং অতিথি দুই দলই ঢাকার পান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে রয়েছে। যদিও এখানকার পাব, কফি শপ এবং রেস্টুরেন্ট বাইরের সাধারণ মানুষের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।'

এছাড়াও ক্রিকেটারদের কোভিড রিপোর্ট নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। তাদের মতে বাংলাদেশে ভুল রিপোর্টের সম্ভাবনা ৪০ শতাংশ রয়েছে। ফলে দলের ক্রিকেটার ইসুরু উদানা, শিরান ফার্নান্ডো সহ দলের বোলিং কোচ চামিন্দা ভাসের রিপোর্ট নিয়েও প্রশ্ন উঠছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে। এরমাঝেই মঙ্গলবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে মাঠে নেমেছে দুই দল।

পিঠের চোট আফ্রিদির, পাকিস্তান সুপার লিগে খেলতে পারবেন না তিনি

আবু ধাবিতে শুরু হতে চলেছে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) বাকি পর্ব। তবে সেখানে যোগ দিতে পারবেন না শাহিদ আফ্রিদি। পিঠের চোটের জন্য বাদ পড়লেন তিনি। মুলতান সুলতান দলে আফ্রিদির বদলে নেওয়া হয়েছে আসিফ আফ্রিদিকে।এ বারের লিগে মুলতানের হয়ে ৪টি ম্যাচ খেলেছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। ব্যাট হাতে করেছিলেন মাত্র ৩ রান এবং ১৫ ওভার বল করে তাঁর সংগ্রহ ২ উইকেট। অনুশীলনের সময় তাঁর পিঠে চোট লাগে। চিকিতকরা তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। আফ্রিদি বলেন, ''এটা দুঃখজনক যে আমাকে বিশ্রামে থাকতে হবে। দলকে সাহায্য করতে পারব না। হতাশ লাগছে। তবে দলের সবাইকে শুভেচ্ছা, চাইব ওরা যেন ট্রফি জেতে।''পিএসএল-এ একাধিক ক্রিকেটার এবং প্রশিক্ষকের করোনা সংক্রমণ হয়েছিল। সেই কারণে মার্চ মাসে স্থগিত করে দেওয়া হয় এই প্রতিযোগিতা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাকি থাকা ২০টি ম্যাচ আয়োজন করা হবে আবু ধাবিতে। মুলতান মাত্র একটি ম্যাচ জিতে ২ পয়েন্ট লিগ টেবিলে সবার নীচে।

করোনার ওষুধ মজুত করার অভিযোগ, গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের

দিল্লি: করোনার ওষুধ মজুত করার অভিযোগে এবার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য ড্রাগ কন্টোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। করোনা অতিমারির সময় সাধারণ মানুষকে ফ্যাবিফ্লু ওষুধ বিতরণ করেছিলেন গম্ভীর এবং তাঁর সঙ্গীরা। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই তাঁর বিরুদ্ধে ওষুধ মজুত করার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। গম্ভীরের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় দলের প্রাক্তন এই ক্রিকেটার সতউদ্দেশ্যে ওষুধ বণ্টন করলেও তিনি যে পদ্ধতিতে তা করেছেন তা সঠিক নয়।ইন্ডিয়া টুডে-তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্দেশ দিতে গিয়ে আদালত বলে, ''যা তদন্ত করার ড্রাগ কন্টোলার তা করবে। উনি (গৌতম গম্ভীর) জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ছিলেন। আমরা নিশ্চিত, উনি যা করেছেন তা সতউদ্দেশ্যেই করেছেন। কিন্তু যেভাবে তিনি এগিয়েছেন, তা অনিচ্ছাকৃত হলেও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।''আদালতে জমা পড়া নথি অনুযায়ী, ডক্টর গর্গ নামে একজন চিকিতকের পরামর্শে নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ফ্যাবিফ্লু-র ২৬২৮টি স্ট্রিপ কিনেছিলেন গম্ভীর।মামলার স্ট্যাটাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওষুধ বিতরণের পর গম্ভীরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে থাকা ২৮৫ স্ট্রিপ ওষুধ সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আদালত প্রশ্ন তোলে, কীভাবে একটি প্রেসক্রিপশন দেখে সরবরাহকারীরা এত বিপুল সংখ্যক ওষুধ গম্ভীরের সংস্থার হাতে দিল?এক সপ্তাহের মধ্যে ডিজিসিআই-কে তদন্ত করে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে গোটা এই প্রক্রিয়ায় কাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তাও আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে।আপ বিধায়ক প্রবীণ কুমার এবং প্রীতি তোমারের বিরুদ্ধেও ডিজিসিআই-কে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কারণ ওই দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে অক্সিজেন মজুত করার অভিযোগ।

অলিম্পিক্স পদকজয়ী সুশীল কুমারের ফাঁসির দাবি করল নিহত কুস্তিগীরের পরিবার

সুশীল কুমারের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করলেন নিহত কুস্তিগীর সাগর রানার পরিবারের লোকজন। তাঁরা চান, দ্রুত বিচার শেষ করে ফাঁসিতে তোলা হোক দু''বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ীকে। তাঁদের এ-ও দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন সুশীল।সাগরের মা বলেছেন, ''যে আমার ছেলেকে মেরেছে তাকে কোনওভাবেই শিক্ষক বলা চলে না। ও যা পদক জিতেছে সব কেড়ে নেওয়া উচিত। আশা করি পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করবে। কিন্তু সুশীল চেষ্টা করবে ওর রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগানোর।''সাগরের বাবা অশোকের কথায়, ''আমরা বিচার চাই। পালিয়ে বেড়ানোর সময় ও কোথায় ছিল, কে আশ্রয় দিয়েছিল এবং কোন দুষ্কৃতিদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল তা খুঁজে বের করা দরকার। ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত যাতে বাকি লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়।''

সাগরের কাকা আবার রাজনীতিবিদদের উপরে খাপ্পা। বলেছেন, ''হরিয়ানা এবং বিজেপি সরকার একবারও সান্ত্বনাসূচক কোনও কথা বলেনি।''এদিকে, সাগর রানা হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার নিচ্ছে দিল্লি পুলিশের অপরাধদমন শাখা। সোমবারই তাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সুশীলকে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সূচিতে পরিবর্তন নয়

ভারত এবং ইংল্যান্ড, ২ দেশের বোর্ডই জানিয়ে দিয়েছিল যে তাদের মধ্যে সরকারি ভাবে সিরিজের সূচি পরিবর্তন নিয়ে কোনও কথা হয়নি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকে যে বেসরকারি ভাবে এই প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন বিসিসিআই-এর এক কর্তা।১৮ জুন থেকে ২২ জুন অবধি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। তার পর প্রায় ৬ সপ্তাহ ইংল্যান্ডে বসে থাকতে হবে বিরাট কোহলীদের। জো রুটদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ৪ অগস্ট থেকে। সিরিজ কিছুটা এগিয়ে আনলে সেপ্টেম্বর মাসে আইপিএল আয়োজনের সুযোগ পেত ভারতীয় বোর্ড। বোর্ডের সেই কর্তা বলেন, ''কোনও ভাবেই বিসিসিআই-এর আবেদনে রাজি নয় ইংল্যান্ড বোর্ড। বেসরকারি ভাবেই সিরিজ এগিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় সরকারি ভাবে কোনও আবেদন করা হয়নি।''২৪ জুলাই থেকে ইসিবি 'হান্ড্রেড' নামক একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চলেছে। সেই জন্য ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ কোনও ভাবেই এগিয়ে আনতে রাজি নয় তারা। শেষ মুহূর্তে সূচি পাল্টানো যে সম্ভব নয় তা মনে করছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক আথার্টনও। তিনি বলেন, ''শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তন ইসিবি মেনে নেবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে টিকিট বিক্রিও শুরু হয়ে গিয়েছে। সূচি পাল্টে গেলে অনেকেই মুশকিলে পড়বে।''তবে কি আইপিএল হবে না? বিসিসিআই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আইপিএল আয়োজনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন দেশের বোর্ডের সঙ্গে কথা বলছে বিসিসিআই। তবে টি২০ বিশ্বকাপ কবে হবে তা ঠিক করবে আইসিসি। পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের সেই কর্তা বলেন, ''টি২০ বিশ্বকাপের কী হবে তা বিসিসিআই বলতে পারবে না। ভারতে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা রয়েছে, এমন অবস্থায় টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করলে চিন্তা থাকবে প্রতিযোগিতা নিয়ে। সেই ক্ষেত্রে আইপিএল-এর পর আরবেই আয়োজন করা যেতে পারে টি২০ বিশ্বকাপ।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী দলের স্পিনার পেট চালাতে বর্তমানে কাঠমিস্ত্রির কাজ করছেন

ভাগ্যচক্র কাকে কখন কোনদিকে নিয়ে যায়, কেউ জানে না। নামী তারকা ছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলের, সেই প্রাক্তন বিশ্বজয়ী স্পিনার এই মুহূর্তে কাঠ মিস্ত্রির কাজ করছেন। কোনও সিনেমার প্লট নয়, এটি ঘোর বাস্তব। জীবিকা নির্বাহের জন্য কাঠমিস্ত্রির কাজ বেছে নিতে হয়েছে সেই জেভিয়ার দোহার্তিকে! সম্প্রতি শিক্ষানবিশ হিসেবে কাঠের কাজ শেখা শুরু করেছেন তিনি। এরই মধ্যে পুরোদস্তুর কাঠমিস্ত্রি হওয়ার জন্য তিলে তিলে গড়ে তুলছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী স্পিনার। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ) কর্তৃক প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঠের কাজে মন দিয়েছেন তিনি। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর সংসার চালানোর জন্য আরও অনেক কাজ করেছেন তিনি। এবার কাঠমিস্ত্রি হিসেবেই বাকি জীবন কাটাতে চান। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছিলেন দোহার্তি। তাঁর শেষ ওয়ানডে ম্যাচটি ছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ২০১৭ সালে সব ধরনের ক্রিকেটকেই বিদায় জানান। অবসরের পর খুব একটা মসৃণ জীবন কাটছে না ওই ক্রিকেটারের। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তাঁর। ক্যারিয়ারের উত্থান-পতন থাকলেও ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেন। অস্ট্রেলিয়ান জার্সিতে তিনি খেলেছেন ৪টি টেস্ট (৭ উইকেট), ৬০ ওয়ান ডে (৫৫ উইকেট) ও ১১ টি-টোয়েন্টি (১০ উইকেট) ম্যাচ। ধারাভাষ্য হিসেবে কাজ শুরু করলেও সফল হননি। এমনকি তাঁকে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড কোনও কাজে লাগাননি। কিন্তু তিনি ম্যাচ খেলে যে অর্থ রোজগার করেছিলেন, সেই অর্থের কি হল, সেটি জানা যায়নি।

PNIT NO: 06/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2021-22, Dated- 21/05/2021.
The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District,Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 05/06/2021 of 2 (Two) nos. Materials Procurement Tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. D. C. Jamatia)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

ICA-C-756/2021-22

No 74-75/F.9(53)/SP/SPJ/MT/BRG/21
ANNUAL TENDER NOTICE
Sealed covered Tender on behalf of the Governor of Tripura is hereby itivited from interested and bonafide firms/suppliers for procuring of Automobiles Spare Parts, Fabrication items, Re-treading of Tyres, Re-conditioning of batteries and job works for the motor vehicles of Sepahijala District Police for the financial year 2021-2022. Interested Firms /Suppliers may submit their quotation during Office hours to the Office of the undersigned between 22/05/2021 to 07/06/2021 on any working days. The Tender will be opened on 08/06/2021 at Office hours in presence of Tenderer /quotationer or his /her representative. The terms and Condition as incorporated in the quotation may be obtained from the Office of the undersigned during Office hours w.e.f 24/05/2021 to 07/06/2021.
The undersigned reserve the right to reject any or all quotations without assigning any reason thereof.

Superintendent of Police
Sepahijala Tripura

ICA-C-750/2021-22

/ PUBLIC NOTICE /
Survey of SECC-201.1. households is being conducted to identify eligible beneficiaries for housing under PMAY(G) under Tepania RD Block, Gomati District & 571 Households are not found in Block area, Claims & Objection are invited from genuine households till 31" May, 2021 which may be submitted to BDO, Tepania R.D Block in plain paper. List is available in NOTICE board of Block/ GP office.

SD/- Illegible
(Pranay Debnath, TCS)
Block Development Officer
Tepania RD Block: Gomati District

ICA-D-198/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার আগরতলায় ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কোভিড ওয়ার রুম পরিদর্শন করছেন শিক্ষামন্ত্রী। ছবি নিজস্ব।

জল জীবন মিশনের আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে ১,৬০৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান

নয়াদিল্লি, ২৫ মে, ২০২১ : উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে দ্রুত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১-২২ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলিতে পাইপবাহিত জল সংযোগ পৌঁছে দিতে জল জীবন মিশন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ১,৬০৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। একটি অর্থবর্ষে চারটি কিস্তিতে অনুদানের মধ্যে এটি প্রথম বরাদ্দ। কেন্দ্রীয় এই অনুদানের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে গ্রামাঞ্চলে পাইপবাহিত পানীয় জল সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে মানোন্নয়ন ঘটবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। উত্তর-পূর্বের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার এবং সমগ্র এই অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে জল জীবন মিশনের আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান হিসেবে বরাদ্দের পরিমাণ ৯,২৬২ কোটি টাকা। বর্ধিত অনুদানের পাশাপাশি তহবিল বরাদ্দের বিষয়টি দেশের এই অঞ্চলের অর্থনীতির বিকাশে এবং গ্রামাঞ্চলে জল সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

জল জীবন মিশনের আওতায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দকৃত তহবিলের মধ্যে ৯০ শতাংশ অর্থ খরচ করা হবে জল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে। একইভাবে, ৫ শতাংশ অর্থ খরচ করা হবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে। বাকি ২ শতাংশ অর্থ জলের গুণমান বজায় রাখা ও নজরদারির কাজে খরচ করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছ থেকে পাইপবাহিত জল সরবরাহের সংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার তহবিল বরাদ্দ করে থাকে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় অনুদান ১৫ দিনের মধ্যে একটি নোডাল অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই অ্যাকাউন্ট থেকে মিশনের আওতায় কর্মসূচি রূপায়ণে প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করা হয়ে থাকে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এমনভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয় যাতে সারা বছর ধরে তহবিলের অর্থ কাজে লাগানো যায়।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে প্রায় ৯০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে ৬৩ লক্ষ ৩৫ হাজার গ্রামীণ পরিবার আসামে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এই রাজ্যগুলিতে প্রায় ১১ লক্ষ পাইপবাহিত নতুন জল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ১৬ লক্ষ ২৭ হাজার পরিবারের কাছে পাইপবাহিত জল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ফলে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে জল জীবন মিশনের আওতায় বাজেট বরাদ্দ লক্ষ্যণীয় হারে বাড়িয়ে ৫০ হাজার ১১ কোটি টাকা করা হয়েছে।

জমি দখলকে ঘিরে উত্তেজনা অমরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। মাইকা বাড়ি এলাকায় অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন তৈরি করতে গিয়ে রীতিমতো ধাওয়া খেয়ে ফিরতে হয়েছে নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে। পাট্টা প্রাপ্ত জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে অমরপুরের মাইকা বাড়ি এলাকায়। ঘটনা সামাল দিতে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিক্রমজয় রিয়াং নামে এক ব্যক্তির পাট্টা প্রাপ্ত জমি মালিকের কাছ থেকে জোর করে অমরপুর নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ডাস্টবিন নির্মাণ করার জন্য জবর দখল করার চেষ্টা করে।সেই জায়গা সোমবার ডজার দিয়ে পরিষ্কার করে দখল করতে গেলে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়েন নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। একটা সময় গোটা এলাকা জুড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বীরগঞ্জ থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকাবাসীদের দাবি সেখানে ডাস্টবিন নির্মাণ করা হয় যাবেনা। বাধ্য হয়ে নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে পশ্চাত ধাবন করতে হয়েছে। নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের এক ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত কাজকর্মকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

করোনা আক্রান্তদের হাতে হেনস্তা শিকার বিদ্যুৎ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। কুমারঘাটে পরিষেবা দিতে গিয়ে কোভিড আক্রান্তদের হাতে হেনস্তার শিকার বিদ্যুৎ কর্মীরা। সোমবার রাতে কুমারঘাটের রেল চৌমুহনি এলাকায় নৃপেন্দ্র পালের বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইনের ত্রুটি সারাই করতে গিয়েছিলেন নিগমের কুমারঘাট শাখার কর্মীরা।তবে ঐ বাড়িতে করোনা আক্রান্ত রোগী থাকার কারনে বিদ্যুৎ কর্মীরা নিজেদের সুরক্ষার কথা ভেবে ঐ বাড়িতে যেতে পিপিই কিটের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেন। তখনই করোনা আক্রান্তরা বাড়ির বাইরে এসে নিগম কর্মী বাদল শীল,রথিন দেববর্মা, প্রদীপ আচার্য্য সহ অন্যান্য কর্মীদের শারিরিকভাবে নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ। এমনকি নিগমের গাড়ি ভাংচুরও করে।পাশাপাশি ঘটনার পর গাড়িতে থাকা লাইন সারাইয়ের মেগার সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশও গায়েব করে দেওয়া হয় বলে জানালেন নিগমের কুমারঘাট শাখার সিনিয়র ম্যানেজার সুশান্ত দে।এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে।নিগমের পক্ষ থেকে কুমারঘাট থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিগমের আধিকারিক।হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা একাংশ কোভিড রোগীরা প্রশাসনিক নির্দেশিকা লঙ্ঘন করার অভিযোগ ইতিপূর্বে অনেকবারই সামনে এসেছে।এর আরো এক জলজ্যান্ত উদাহরন এদিনের এই ঘটনা।এসব ঘটনায় কোভিড মোকাবেলায় সরকারের ব্যার্থতাই আরো প্রকট হচ্ছে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল।

রাজ্যের কুমারঘাট,ফটিকরায় সহ গোটা রাজ্যেই বর্তমান করোনা অতিমারির সময়ও বিদ্যুৎ কর্মীরা জীবনের ঝুকি নিয়ে পরিষেবা চালু রাখতে নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছেন।তারপরও এমন ঘটনায় নিন্দার ঝড় বইছে সর্বত্র।পাশাপাশি বিদ্যুৎ কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই।

পুকুরে বিষ দিল দুস্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। রাতের আধারে পুকুরে বিষ ঢেলে দিলো দুস্কৃতিকারীরা। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দক্ষিণ ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণু পোদ্দার এর এক কানি পুকুরে বিষ ঢেলে দেয় দুস্কৃতিকারীরা। মাছ মরে ভেসে উঠে পুকুরের জলে। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে বিষ্ণু বাবুর স্ত্রী দেখতে পান পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠেছে। বাড়ি থেকে পুকুর দশ হাত দূরত্বের মধ্যে। পুকুরে এই দৃশ্য দেখে দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে যান বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী রানী পোদ্দার। তার চিৎকারে গোটা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার মাছ মরে ভেসে ওঠে। পরিবারের সবাই মিলে মাছ গুলি তুলে মাটির নিচে চাপা দেয়। বিষ্ণুপোদ্দার পুলিশে চাকরি করেন। বাড়ি ঘরে থাকেন না। আগরতলা অফিসে কাজ করেন। বিষ্ণু বাবুকে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন ওনার শ্রী। মঙ্গলবার সকাল বেলায় বিশালগড় থানার এসআই রঞ্জিত দেববর্মা পুলিশ নিয়ে এসে ঘটনা তদন্ত করে গিয়েছেন। একজন প্রতিবেশীকে সন্দেহ হয় বলে জানিয়েছেন বিষ্ণু বাবুর স্ত্রী। কারণ কিছুদিন আগে সীমানা নিয়ে ওই প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। শত্রুতার জেরে এমন করতে পারে ওই প্রতিবেশী এমনটাই -ইঙ্গিত দিয়েছেন বিষ্ণু বাবুর স্ত্রী। বিগত প্রায় ৩৫ বছরেও এমন ঘটনা কোনদিন ঘটেনি বলে জানান লক্ষ্মী বালা পোদ্দার। দুস্কৃতিকারীরা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে পুকুরের মাছ। এই কথা বলে বারবার চোখের জল মুছেন লক্ষ্মীদেবী। এ ঘটনায় গ্রামের মানুষ হতবাক।

বিদ্যুৎ পরিষেবা লাটে ক্ষোভে ফুসছেন জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। তীব্র দাবদাহের মধ্যেও কদমতলা বিদ্যুৎ বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা না পাওয়ায় ভোক্তাদের মধ্যে ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে।বিদ্যুতের বেহাল পরিষেবায় অতিষ্ট কদমতলা বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন সাধারণ জনগণ। গ্রীষ্মের প্রকট দাবদাহে বিদ্যুতের লুকোচুরিতে অতিষ্ট উত্তর জেলার কদমতলা বিদ্যুৎ বিভাগের রানিবাড়ি ফিডারের অধীন ৫ টি গ্রামের মানুষ।মুলত হাল্কা দমকা হাওয়া বইলে শুরু হয় বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা। কদমতলা বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সাধারণ মানুষ বারবার বিদ্যুতের বেহাল পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ করে করে ক্লান্ত।বিশেষ করে বর্ষা মরসুম শুরু হবার সাথে সাথেই শুরু হয় বিদ্যুতের বেহাল পরিষেবা।তেমনি গত পরশু রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ বিস্তীর্ণ রানিবাড়ি এলাকায় বিদুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখনো বিদ্যুতের দেখা নেই। চুরাইবাড়ি ফিডারেও বিদ্যুতের বেহাল দশায় সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস। তাতে কোন হেলদোল নেই দপ্তরের কর্মচারীদের। কদমতলা বিদ্যুৎ বিভাগের বৈধ গ্রাহকরা সঠিক বিল পরিশোধ করলেও কি অদৃশ্য কারণে বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত তা আজও অদৃশ্য।সাথে বিদ্যুৎহীনতায় স্কুলছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে বলেও অভিভাবকদের অভিযোগ।সাধারণ জনগণ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোরালো দাবি তোলেন বিদ্যুৎ পরিষেবা মান উন্নয়নের জন্য।যদি কদমতলা বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতি নজর না দেয় এবং বিদুৎ পরিষেবা পর্যাপ্ত ভাবে চালু না হয়, তাহলে ভুক্তভোগী জনগন বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ধরনের ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না তারা।

দৈনিক সংক্রমণ ২-লক্ষেরও কম

নয়াদিল্লি, ২৫ মে (হি.স.): বহু দিন পর স্বস্তি দিল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, কমতে কমতে দৈনিক সংক্রমণ ২-লক্ষের নীচে নেমে এল। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৪ হাজারের নীচে নেমে এল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪২৭ জন। এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩,৫১১ জন রোগীর। একইসঙ্গে সোমবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৫০ জন। টিকাকরণও চলছে সমানতালে, ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১৯,৮৫,৩৮,৯৯৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,৩৩,৯৩৪। ১,৩৩,৯৩৪ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৮২-তে (৯.৬০ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ১,৯৬,৪২৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৯,৪৮,৮৭৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ হাজার ৫১১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৭,২৩১ জন (১.১৪ শতাংশ)। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৮২ জন।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতাই প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৫০ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৪০,৫৪,৮৬১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৯.২৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৯৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৪,৩০,২৩৬ জনকে।

নিশিকুটুম্বদের জ্বালায় অতিষ্ট জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। করোনা পরিস্থিতিতে নিশিকুটুম্বদের জ্বালায় অতিষ্ট উত্তর জেলার জনসাধারণ! চোর পাকড়াও করতে ব্যর্থ পুলিশ।

গত কয়েক মাস ধরে উত্তর জেলায় নিশিকুটুম্বদের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত।একদিকে চলছে গোটা রাজ্যে নৈশ কারফিউ। অন্যদিকে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হাত সাফাই চালিয়ে যাচ্ছে চোরচক্র ! রাজ্যের সুনামধন্য রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশ বাবুদের গাফিলতির কারণে কখনো শাসক দলের উপপ্রধান এর গাড়ি জ্বলছে নাশকতার আগুনে, আবার কখনো হাত সাফাই করছে চোর এর দল !গতকাল রাতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন ইচাই নতুন বাজার এলাকায় দুইটি দোকানে হানা দেয় চোরের দল।নিয়ে যায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। জুয়েলারি দোকান থেকে নিয়ে যায় স্বর্ণালংকার! এলাকাবাসীর অভিযোগ যদি নৈশকালীন কারফিউ চলাকালীন রাতের পুলিশি টহলদারি নিয়ম মাফিক থাকতো তাহলে হয়তো চোরের দৌরাত্ম্য এতটা বৃদ্ধি পেতে পারত না।অবিলম্বে রাত্রিকালীন পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

কসবা কালী বাড়ির দিঘি থেকে মাছ চুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। ঐতিহ্যবাহী কসবা কালী মন্দিরের দিঘি থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ চুরির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। চুরির ঘটনায় শাসক দলের প্রভাবশালী নেতারা জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বাম বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সোসাইটির কর্মকর্তাদের ঘুমে রেখে ঐতিহ্যবাহী কসবা দিঘী থেকে মাছ চুরি করে বিক্রি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ২ হাজার কেজি মাছ কসবা দিঘি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতার অঙ্গুলিহেলনে এই অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে বলেও অভিযোগ। গত কয়েক মাস আগেও এক হাজার কেজি মাছ চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।কিন্তু কেউ মুখ খুলেনি।কে বা কারা সেই মাছ নিয়ে গেছে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চাইনি। পুনরায় গতকাল গভীর রাতে শহর থেকে জেলেদের এনে দুই হাজার কেজি মাছ চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।এদিকে এলাকার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী সেই খবর পেয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে গোটা বিষয়টি তদন্তের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

জানা যায়, সোসাইটির দায়িত্বে থাকা কেউ সেই ঘটনা জানেন না। আরও অবাক করার মত বিষয় হলো কমলাসাগর বাজার সম্পাদক মদন শিব ঘুম থেকে যেন সজাগ হয়েছেন সেই ঘটনার খবর পেয়ে।কমলাসাগর পঞ্চায়েত সচিব যিনি সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন তিনিও কিছুই জানি না বলে দায়সারা গোছের অভিনয় করেন।

অন্যদিকে বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে সেই ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি মন্তব্য করেন এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। আবার সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন বিশালগড় ব্লক চেয়ারপারসন ছন্দা দেববর্মা। তার কাছে জানতে গেলে তিনি বলেন কিছুই জানিনা। এর দায়িত্বে রয়েছেন সোসাইটির চেয়ারম্যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এলাকার বিধায়ক অভিযোগ করেছেন চেয়ারম্যানের মদতে সেই ঘটনা ঘটেছে।এখন প্রশ্ন হলো, কি করে গভীর রাতে সেই মাছগুলি চুরি হয়ে যায় পবিত্র মন্দির চত্বরের দিঘি থেকে।তা নিয়ে গোটা এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

অনুদান পাননি রিকশা শ্রমিকরা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। এক বছর পরও সরকার ঘোষিত অনুদানের টাকা পেল না রিকশা ও ই-রিকশা শ্রমিকরা। তাতে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রিকশা ও ই-রিকশা শ্রমিকরা কারফিউ ও লকডাউন চলাকালে চরম সংকটে পড়েছে। জীবন-জীবিকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। স্ত্রী সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এই অসহনীয় অবস্থায় রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানিয়েছে রিক্সা শ্রমিক সংঘ। সংগঠনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার চন্দ্রপুরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন গতবছর লকডাউন চলাকালে রাজ্য সরকার রিক্সা ও ই রিক্সা শ্রমিকদের জন্য মাসে এক হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই টাকা পাননি শ্রমিকরা। প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা মিটিয়ে না দেওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। গত বেশ কিছুদিন ধরে পুনরায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ফলে রিকশা ও ই-রিকশা শ্রমিকরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য তারা রাজ্য সরকারের কাছে পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় লকডাউন করা হলে এর আগেই শ্রমিকদের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করার জন্য তারা রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। শ্রমিকদের জন্য আর্থিক অনুদান ঘোষণা করা না হলে শ্রমিক পরিবারগুলি অনাহারে-অর্ধাহারে মরতে বাধ্য হবে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

ইয়াসের প্রভাব পড়বে বাংলাদেশেও

ঢাকা, ২৫ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাব পড়বে বাংলাদেশেও। তাই আগেভাগে সতর্কতা অবলম্বন করে সম্পূর্ণ নৌ চলাচল বন্ধ করে দিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ জানিয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে নৌযান চলাচল।

ইয়াস আছড়ে পড়ার আগে থেকেই ভাসতে শুরু করেছে বাংলাদেশের একাধিক উপকূলীয় জেলা। খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালিতে ইতিমধ্যেই জোয়ারের জল নীচু এলাকায় ঢুকতে শুরু করেছে। সুন্দরবনের একাধিক অঞ্চল ইতিমধ্যেই ডুবে গিয়েছে। তবে ইয়াসের প্রভাব এবার বাংলাদেশে খুব একটা পড়বে না বলেই জানাচ্ছেন আবহওয়াবিদরা। ইতিমধ্যেই দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেছেন আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা। দুর্ঘটনা এড়াতে আগেভাগেই নৌ-চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে ওয়াকিবহাল মহলও।

কাবুলে বন্ধ রাখা হবে অস্ট্রেলিয়ার দূতবাস : প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন

কাবুল, ২৫ মে (হি. স.) : নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার কারণে আফগানিস্তানে চলতি সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া সেদেশের দূতাবাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন। আফগানিস্তানে অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস অবস্থিত কাবুলে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিশিকুটুম্বদের জ্বালায় অতিষ্ট জনগণ

ইয়াসের সঙ্গে মোকাবিলা, উত্তরপূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এনডিআরএফ-এর দল

গুয়াহাটি, ২৫ মে (হি.স.) : ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এনডিআরএফ-এর ১০৩ জন জওয়ানকে পাঠানো হয়েছে প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে। আজ মঙ্গলবার উজান অসমের লখিমপুরের লীলাবাড়ি বিমানবন্দর থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি বিশেষ বিমানে এই ১০৩ জন জওয়ান আপৎকালীন ব্যবস্থাপনার অত্যাধুনিক বিশেষ সরঞ্জাম নিয়ে রওয়ানা হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে।

জানা গেছে, যে কোনও সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ১০৩ এনডিআরএফ জওয়ান। এনডিআরএফ-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কমান্ডেন্ট রাজেশ ঠাকুরের নেতৃত্বে তাঁরা আজ যাত্রা করেছেন।

এছাড়া এই দলের অন্য যে সকল প্রধান রয়েছেন তাঁরা অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরে অবস্থিত এনডিআরএফ-এর ১২ ব্যাটালিয়নের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হেডকোয়ার্টার মেডিক্যাল কমান্ডার ডা. এমএল রংমেই, কার্যনির্বাহী কামান্ডেন্ট অভিনব কাশ্যপ এবং সহকারী কামান্ডেন্ট সঞ্জয় প্রসাদ শর্মা। সর্বশক্তিমানের কাছে অনেকে প্রার্থনা করছেন, সমুদ্র উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে দুর্গত মানুষজনকে সাফল্যের সঙ্গে সহায়তা ও উদ্ধার করে ফিরে আসবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এনডিআরএফ-এর দল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।